Contents

কুরআন অনুধাবন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

কুরআন অনুধাবন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

কুরআন অনুধাবন

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৭৯

ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

تدبر القرآن

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ (السابق) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ

জুমাদাল ঊলা ১৪৩৯ হি./মাঘ ১৪২৪ বাং/ফেব্রুয়ারী ২০১৮ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র

Quran Onudhabon by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib**. Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0471-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	৫
কুরআন অনুধাবন	৬
কুরআন অনুধাবনের মূলনীতি	৭
কুরআন অনুধাবনের গুরুত্ব	৭
কুরআন অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা	৯
(১) আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ অবগত হওয়া ও সে অনুযায়ী আমল করা	৯
(২) ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া	৯
(৩) আল্লাহভীতি অর্জন	১০
(৪) সার্বিক হেদায়াত লাভ	১১
(৫) কুরআনের স্বাদ আস্বাদন ও হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ	১১
(৬) আল্লাহ্‌র কিতাবের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া	১১
(৭) হালাল-হারাম জানা	১২
(৮) ভিতর ও বাইরের রোগ সমূহের আরোগ্য	১৩
অনুধাবন ছাড়াই পাঠ করার ক্ষতি	১৪
কুরআন অনুধাবনের ফযীলত	১৫
কুরআন অনুধাবনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)	১৫
কুরআন অনুধাবনে ছাহাবায়ে কেরাম	১৭
কুরআন অনুধাবনের অর্থ	১৯
কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা দানের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী	২০
কুরআন অনুধাবনের শর্তাবলী	২২

Contents

অলংকার শাস্ত্রের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তর	২২
তাফসীরের সংজ্ঞা	২৩
কুরআন অনুধাবনের শর্তাবলী	২৪
(১) আরবদের বাকরীতি জানা	২৪
(২) আরবদের উচ্চারণ ও লিখন পদ্ধতির জ্ঞান থাকা	২৫
(৪) আল্লাহভীরুতা	২৬
(৪) দ্রুত তাফসীরের সাহস না করা	২৭
(৫) কুরআনের আহকাম নির্দিষ্ট করণে দূরদৃষ্টি	৩০
(৬) নাসেখ-মানসূখের জ্ঞান অর্জন	৩১
তাফসীর ও তাবীল-এর পার্থক্য	৩৫
হাদীছ ব্যতীত কুরআনের ব্যাখ্যা আদৌ সম্ভব নয়	৪০
সুন্নাহ ও অভিধান	৪২
হাদীছের শারঈ মর্যাদা ও তার উদ্দেশ্য	৪৭
দিরায়াত বা বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের মূলনীতি :	৪৯
কুরআন অনুধাবনের উপায় সমূহ	৪৯
(১) আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করা	৪৯
(২) ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী অনুধাবন করা	৫০
(৩) আল্লাহভীরু ও হাদীছপন্থী উস্তাদের নিকট কুরআন শিক্ষা করা	৫১
(৪) দুনিয়াদার আলেম ও মুফাসসির হ'তে বিরত থাকা	৫১
(৫) শব্দের সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুযায়ী মর্মার্থ পেশ করা	৫২

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

পবিত্র কুরআন মানব জতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ এলাহী গ্রন্থ। যা সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ড। মানুষ যতদিন কুরআন অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনা করবে, ততদিন তারা সুখে-শান্তিতে থাকবে। আর যখনই এথেকে বিচ্যুত হবে, তখনই তারা অশান্তির অগ্নি গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে। কুরআনের হেদায়াত অনুযায়ী জীবন পরিচালনার দায়িত্ব যাদের ছিল, সেই মুসলিম উম্মাহ আজ কুরআন থেকে কার্যতঃ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র সমূহের পৃষ্ঠপোষকতায় বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় চলছে, কিন্তু কোথাও কুরআন গবেষণার যথাযথ ব্যবস্থা নেই। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতেও পর্যাপ্ত সুযোগ নেই। ফলে জীবনের সামান্য অংশ ব্যতীত মুসলমানের বলতে গেলে সার্বিক জীবনই চলছে নিজেদের মনগড়া বিধান অনুযায়ী। ফলে কুরআন এখন মুমিনদের নিকট বরকত লাভের গ্রন্থ হয়েছে, বিধান গ্রন্থ নয়।

পবিত্র কুরআনের অভ্রান্ত উৎস থেকে শাশ্বত কল্যাণ লাভের জন্য কুরআন অনুধাবনের প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'কুরআন অনুধাবন' শিরোনামে সম্মানিত লেখকের বক্ষমান নিবন্ধটি মাসিক আত-তাহরীক অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ২০১৬, ২০/১-৩ সংখ্যা 'দরসে কুরআন' কলামে প্রকাশিত হয়। যা মাননীয় লেখকের হাতে পরিমার্জন শেষে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'ল।

আল্লাহ মাননীয় লেখক এবং তাঁর পিতা-মাতা ও পরিবারবর্গকে ইহকালে ও পরকালে সর্বোত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

বিনীত
-প্রকাশক

কুরআন অনুধাবন

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده، أما بعد :

আল্লাহ বলেন,

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ-

অনুবাদ : ‘এটি এক কল্যাণময় কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে তারা এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে’ *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ মানুষকে কুরআন গবেষণা ও তার তাৎপর্য অনুধাবনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একই মর্মে কুরআনে বহু আয়াত এসেছে। যেমন বলা হয়েছে, أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا- ‘তারা কেন কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? যদি এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু নিকট থেকে আসত, তাহ’লে তারা এর মধ্যে বহু গরমিল দেখতে পেত’ *(নিসা ৪/৮২)*। যারা কুরআন গবেষণা করেনা, তাদের প্রতি ধমক দিয়ে আল্লাহ বলেন,- أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ‘তবে কি তারা কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না? নাকি তাদের হৃদয়গুলি তালাবদ্ধ?’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*।

‘তাদাব্বুর’ অর্থ চিন্তা-গবেষণা। এর বিপরীত হ’ল উদাসীনতা ও অজ্ঞতা। যে কোন বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা মূল জিনিষ। এটা না থাকলে জ্ঞান সম্পন্ন প্রাণী হিসাবে মানুষের পৃথক কোন মূল্য থাকে না। ‘কুরআন’ আল্লাহ্র কালাম। যিনি জ্ঞানের আধার। তাঁর অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে কিছু অংশ তিনি বান্দাদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালনার জন্য তিনি কুরআন নাযিল করেছেন তাদের বোধগম্য ও সহজবোধ্য ভাষায়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অনুধাবন করে না। ফলে তারা শয়তানের কুহকে পড়ে প্রবৃত্তির তাড়নায় চালিত হয়। যারা পাঠ করে,

Contents

তারা বুঝে না। আবার যারা শিখে, তারা অনুধাবন করে না। অনেকে উল্টা বুঝে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। ফলে নিজেরা বঞ্চিত হয়। অন্যকেও বঞ্চিত করে।

কুরআন অনুধাবনের মূলনীতি :

কুরআন অনুধাবনের প্রধান মূলনীতি হ'ল, কুরআনের যিনি বাহক, তাঁর বুঝ অনুযায়ী কুরআন অনুধাবন করা। অতঃপর তিনি যাদেরকে কুরআন শুনিয়েছেন ও যাদের নিকট কুরআন ব্যাখ্যা করেছেন, সেই মহান ছাহাবীগণের বুঝ অনুযায়ী কুরআন অনুধাবন করা। এর বাইরে কপোলকল্পিত ব্যাখ্যা দিতে গেলে পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা থেকে যাবে। যেমন এ যুগের জনৈক মুফতী কুরআনের ৮টি আয়াত দিয়ে মীলাদ অনুষ্ঠানের প্রমাণ দিয়েছেন। অথচ মীলাদের আবিষ্কারই হয়েছে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর বহু পরে ৬০৫ অথবা ৬২৫ হিজরীতে।[১]

কুরআন অনুধাবনের গুরুত্ব :

কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্যই হ'ল তাকে বুঝা, অনুধাবন করা ও সে অনুযায়ী কাজ করা। শুধুমাত্র পাঠ করা ও মুখস্থ করা নয়। যদিও তাতে রয়েছে অশেষ নেকী। 'কসাই' বলে খ্যাত ইরাকের শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৪০-৯৫ হি./৬৬১-৭১৪ খৃ.) প্রতি রাতে সিকি কুরআন পড়তেন অর্থাৎ চারদিনে কুরআন খতম করতেন এবং তাঁর উদ্যোগেই প্রথম কুরআনে নুকতা ও হরকত দেওয়া হয়।[২] অথচ আলেমদের উপর নির্যাতনের জন্য ইতিহাসে তিনি কুখ্যাত। সেকারণ হাসান বাছরী (২১-১১০ হি./৬৪২-৭২৮ খৃ.) বলেন, 'আল্লাহ্র কসম! কুরআন অনুধাবনের অর্থ কেবল এর হরফগুলি হেফয করা এবং এর হুদূদ বা সীমারেখাগুলি বিনষ্ট করা নয়। যাতে একজন বলবে যে, সমস্ত কুরআন শেষ করেছি। অথচ তার চরিত্রে ও কর্মে কুরআন নেই'।[৩] তিনি বলতেন, 'কুরআন নাযিল হয়েছে তা

---

১. বাংলায় লিখিত উক্ত বইটি লেখকের নিকট রয়েছে।
২. তাফসীর কুরতুবী, ভূমিকা অংশ ১/১০১।
৩. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ছোয়াদ ২৯ আয়াত।

Contents

বুঝার জন্য ও সে অনুযায়ী আমল করার জন্য। অতএব তোমরা তার তেলাওয়াতকে আমলে পরিণত কর'।[৪]

জ্যেষ্ঠ তাবেঈ মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী বলেন, 'ফজর পর্যন্ত পুরা রাতে সূরা যিলযাল ও ক্বারে'আহ পাঠ করা এবং তার বেশী পাঠ না করা আমার নিকটে অধিক প্রিয়, সারা রাত্রি কুরআন তেলাওয়াতের চাইতে'।[৫] এর দ্বারা তিনি কুরআন অনুধাবনের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন।

ইবনু জারীর ত্বাবারী (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯-৯২৩ খৃ.) বলেন, 'কুরআন অনুধাবন অর্থ আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণসমূহ অনুধাবন করা, তাঁর বিধান সমূহ জানা, তাঁর উপদেশ সমূহ গ্রহণ করা ও সে অনুযায়ী আমল করা'।[৬]

সুয়ূতী (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ খৃ.) বলেন, 'কুরআন অনুধাবন করাটাই হ'ল মূল উদ্দেশ্য। কেননা কুরআনই হবে কর্মপদ্ধতির ও আচরণের পথ প্রদর্শক। এর মাধ্যমেই মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করবে'।[৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এই কিতাবের মাধ্যমে বহু সম্প্রদায়কে উঁচু করেন ও অনেককে নীচু করেন'।[৮] কুরআনের অনুধাবনকারী ও আমলকারীদের পরকালীন উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে নাউওয়াস বিন সাম'আন (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামতের দিন কুরআন ও তার বাহককে আনা হবে। যারা তার উপর আমল করেছিল। যাদের সম্মুখে থাকবে সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান। সে দু'টি হবে মেঘমালা সদৃশ। যার মধ্যে থাকবে চমক'।[৯]

---

৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন (বৈরূত : তাহকীক সহ দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ৩য় সংস্করণ ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খৃ.) ১/৪৫০।
৫. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আয-যুহ্দ (বৈরূত : দারুল কিতাবিল্ ইলমিয়াহ, তাহকীক : হাবীবুর রহমান আ'যামী, তাবি) ক্রমিক ২৮৭, পৃ. ৯৭।
৬. ইবনু জারীর, তাফসীর ত্বাবারী সূরা ছোয়াদ ২৯ আয়াত।
৭. সুয়ূত্বী, আল-ইতক্বান (মিসর : আল-হাইআতুল মিছরিইয়াহ, ১৩৯৪/১৯৭৪) ১/৩৬৮।
৮. মুসলিম হা/৮১৭; মিশকাত হা/২১১৫।
৯. মুসলিম হা/৮০৫; মিশকাত হা/২১২১।

কুরআন অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা

(১) আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ অবগত হওয়া ও সে অনুযায়ী আমল করা :

এটিই হ'ল প্রধান বিষয়। ইহূদী আলেমরা তাওরাত পড়ত ও তার বিপরীত আমল করত। এমনকি তারা শাব্দিক পরিবর্তন ঘটাতো। নাছারাগণ একই নীতির অনুসারী ছিল। ফলে উভয় উম্মত মাগযূব (অভিশপ্ত) ও যাল্লীন (পথভ্রষ্ট) হয়ে গেছে।[১০] মুসলিম উম্মাহ্‌র আলেমরাও যেন সে পথে না যায়। সেজন্য সতর্ক করে আল্লাহ আহলে কিতাবদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ– 'আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, তোমরা অবশ্যই (শেষনবী মুহাম্মাদের আগমন ও তার উপর ঈমান আনার বিষয়টি) লোকদের নিকট বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না। অতঃপর তারা তা পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং গোপন করার বিনিময়ে তা স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করল। কতই না নিকৃষ্ট তাদের ক্রয়-বিক্রয়' *(আলে ইমরান ৩/১৮৭)*।

(২) ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া :

কুরআন অনুধাবন করে পাঠ করলে পাঠকের ঈমান বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি আয়াত ও সূরা তার মনের মধ্যে গভীরভাবে রেখাপাত করে। কারণ এসময় তার চোখ-কান-হৃদয় সবকিছু কুরআনের মধ্যে ডুবে থাকে। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ– 'আর যখন কোন সূরা নাযিল হয়, তখন তাদের মধ্যেকার কিছু (মুশরিক) লোক বলে, এই সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করল? বস্তুতঃ যারা ঈমান এনেছে, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা সুসংবাদ লাভ করেছে' *(তওবাহ ৯/১২৪)*। তিনি আরও বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ– 'নিশ্চয়ই

---

১০. তিরমিযী হা/২৯৫৪; তাফসীরুল কুরআন (৩য় মুদ্রণ : নভেম্বর ২০১৩ খ্রিঃ) পৃ. ৩১-৩৩।

Contents

মুমিন তারাই, যখন তাদের নিকট আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' *(আনফাল ৮/২)*।

(৩) আল্লাহভীতি অর্জন :

অনুধাবনের সাথে কুরআন পাঠ করার মাধ্যমে হৃদয়-মন শিহরিত হয়। আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা অবহিত হয়ে ভয়ে অন্তর জগত কেঁপে ওঠে। ফলে পাপ চিন্তা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ– 'আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী (কুরআন) নাযিল করেছেন যা পরস্পরে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা পুনঃ পুনঃ পাঠ করা হয়। এতে তাদের দেহচর্ম ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে। অতঃপর তাদের দেহমন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটি (কুরআন) হ'ল আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ। এর মাধ্যমে তিনি যাকে চান পথ প্রদর্শন করেন। আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই' *(যুমার ৩৯/২৩)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا–وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا– وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا– 'তুমি বলে দাও (হে অবিশ্বাসীগণ!), তোমরা কুরআনে বিশ্বাস আনো বা না আনো (এটি নিশ্চিতভাবে সত্য)। যাদেরকে ইতিপূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে (আহলে কিতাবের সৎ আলেমগণ), যখন তাদের উপর এটি পাঠ করা হয়, তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে'। 'আর তারা বলে, মহাপবিত্র আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই কার্যকর হয়'। 'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয় আরও বৃদ্ধি পায়' *(ইসরা ১৭/১০৭-০৯)*। ইবনু হাজার (৭৭৩-৮৫২ হি.) বলেন, খুশূ'-

খুযূ‘ তথা আল্লাহভীতি অর্জন করাই কুরআন তেলাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য(الْخُشُوعَ الَّذِي هُوَ مَقْصُودُ التِّلاَوَةِ)।[১১]

(৪) সার্বিক হেদায়াত লাভ :

তাৎপর্য অনুধাবনের মাধ্যমে কুরআন পাঠ করলে জীবনের চলার পথে সার্বিক হেদায়াত লাভ করা যায়। ছোট-খাট বিষয়গুলি তখন বড় হয়ে দেখা দেয় না। বরং বৃহত্তর কল্যাণের বিষয় ও সার্বিক মঙ্গলের বিষয়টি তার সামনে প্রতিভাত হয়। ফলে সে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে যায়। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ‘নিশ্চয় এই কুরআন এমন পথের নির্দেশনা দেয় যা সবচাইতে সরল। আর তা সৎকর্মশীল মুমিনদের সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার’ *(ইসরা ১৭/৯)*।

(৫) কুরআনের স্বাদ আস্বাদন ও হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ :

কুরআনের শব্দালংকার বুঝদার পাঠকের অন্তরে ঝংকার তোলে। এর গভীর তাৎপর্য জ্ঞান জগতকে চমকিত করে। এর বিজ্ঞান ও অতীত ইতিহাস মানুষকে হতবিহ্বল করে। বহু অজানা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে হৃদয় প্রশান্ত হয়। এক পর্যায়ে সমর্পিত চিত্ত প্রশান্তিতে ভরে যায়। ইবনু জারীর ত্বাবারী বলেন, ‘আমি বিস্মিত হই ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে। অথচ এর তাৎপর্য অনুধাবন করে না। সে কিভাবে এর স্বাদ আস্বাদন করবে’?[১২]

(৬) আল্লাহ্র কিতাবের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া :

কুরআনের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারলে এর হক ও সীমারেখা সমূহ আদায়ে পাঠক দণ্ডায়মান হবে। এর মর্যাদা রক্ষায় উৎসর্গীতপ্রাণ হবে। সর্বাবস্থায় এর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করবে। এদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ

---

১১. ফাৎহুল বারী হা/৫০৪৮-এর পূর্বে ‘তারজী‘ অনুচ্ছেদ-এর আলোচনা।
১২. ইবনু জারীর, তাফসীর ত্বাবারী, (বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ ১৪২০/২০০০) ‘ভূমিকা’ অধ্যায় ১/১০ পৃ.।

(ছাঃ) এরশাদ করেন, الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ : لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ‘দ্বীন হ’ল নছীহত’। আমরা বললাম, কাদের জন্য হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য ও সকল মুসলমানের জন্য’।[১৩]

এখানে النَّصِيْحَةُ لِكِتَابِهِ ‘আল্লাহ্‌র কিতাবের জন্য নছীহত’-এর তাৎপর্য হ’ল এ বিষয়ে হৃদয়ে পরিচ্ছন্ন ঈমান পোষণ করা যে, আল্লাহ্‌র কালাম চূড়ান্ত সত্য। এটি কোন মানুষের কালামের সদৃশ নয়। এরূপ কালাম কোন সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয়। অতঃপর আল্লাহ্‌র কিতাবের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে হবে ও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তেলাওয়াত করতে হবে। এর ‘মুহকাম’ বা স্পষ্ট আয়াত সমূহের অর্থ বুঝতে হবে। তাঁর আদেশ-নিষেধের উপরে আমল করতে হবে ও ‘মুতাশাবিহ’ বা অস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াত সমূহের উপরে ঈমান রাখতে হবে যে, এগুলি আল্লাহ প্রেরিত এবং এগুলির প্রকৃত তাৎপর্য কেবলমাত্র আল্লাহ জানেন। অমুসলিম বিদ্বানদের অহংকার চূর্ণ করার জন্যই এগুলি নাযিল হয়েছে। কিতাবে বর্ণিত বিজ্ঞানপূর্ণ আয়াত সমূহে গবেষণা করতে হবে। তা থেকে আলো নিয়ে সমাজের কল্যাণ সাধন করার ও সমাজ পরিশুদ্ধ করার সাধ্যমত চেষ্টা চালাতে হবে। এই কালামের সর্বোচ্চ মর্যাদা রক্ষার জন্য মুসলমানকে সর্বদা দণ্ডায়মান থাকতে হবে।[১৪]

(৭) হালাল-হারাম জানা :

জীবন সংশ্লিষ্ট বহু বৈধ-অবৈধ বিষয় মানুষ জানতে পারবে কুরআন অনুধাবনের মাধ্যমে। যা তার বৈষয়িক জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে এবং শয়তানের ধোঁকা থেকে দূরে থাকতে পারবে। সেকারণ আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ– ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ

---

১৩. মুসলিম হা/৫৫; মিশকাত হা/৪৯৬৬।
১৪. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য মাননীয় লেখকের ‘দ্বীন হ’ল নছীহত’ দরসে হাদীছটি পাঠ করুন, মাসিক আত-তাহরীক নভেম্বর ১৯৯৭, ১/৩ সংখ্যা।

কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন' *(বাক্বারাহ ২/২০৮)*।

(৮) ভিতর ও বাইরের রোগ সমূহের আরোগ্য :

গভীর অনুধাবনের সাথে কুরআন পাঠের মাধ্যমে ভিতরকার বহু সন্দেহবাদ দূরীভূত হয়। বহু অন্যায় আকাংখা অন্তর্হিত হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 'হে মানব জাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে এসে গেছে উপদেশবাণী (কুরআন) এবং অন্তরের রোগসমূহের নিরাময়কারী এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথ প্রদর্শক ও রহমত' *(ইউনুস ১০/৫৭)*। তিনি আরও বলেন, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا 'আর আমরা কুরআন নাযিল করি, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও রহমত স্বরূপ। কিন্তু পাপীদের জন্য তা কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে' *(ইসরা ১৭/৮২)*।

ইবনু জারীর বলেন, 'কুরআন মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি দেয়। মুমিন নর-নারী এর মাধ্যমে অন্ধকারে আলোর পথ খুঁজে পায়, অবিশ্বাসীরা নয়। কেননা মুমিনগণ কুরআনের হালাল-হারাম মেনে চলেন। সেজন্য আল্লাহ তাদের জান্নাতে প্রবেশ করান ও আযাব থেকে রক্ষা করেন। আর এটাই হ'ল তাঁর পক্ষ হ'তে রহমত ও অনুগ্রহ'।[১৫] যা তিনি তাদেরকে দান করেন। এছাড়া শারঈ ঝাড়-ফুঁক মুমিনের দৈহিক আরোগ্য দান করে থাকে আল্লাহ্র হুকুমে। এটা কেবল তার জন্যই হয়ে থাকে, যিনি কুরআন অনুধাবন করেন ও সে অনুযায়ী আমল করেন। ঐ ব্যক্তির জন্য নয়, যে কেবল ভান করে তেলাওয়াত করে। যার মধ্যে কোন খুশূ-খুযূ ও আনুগত্য নেই। এ কারণেই ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'কুরআন হ'ল আরোগ্য গ্রন্থ। যা আত্মা ও দেহ এবং দুনিয়া ও আখেরাত সবকিছুকে শামিল করে। ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি একে পূর্ণ বিশ্বাস ও ভালোবাসার সাথে গ্রহণ করে এবং এর প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্যের শর্ত সমূহ পূরণ করে। এটি আসমান ও যমীনের

---

১৫. ইবনু জারীর, তাফসীর ত্বাবারী সূরা ইসরা ৮২ আয়াত।

মালিকের কালাম। যদি এটি পাহাড়ের উপর নাযিল হ'ত, তাহ'লে তা ফেটে চৌচির হয়ে যেত। যমীনের উপর নাযিল হ'লে তা বিদীর্ণ হয়ে যেত। অতএব আত্মার ও দেহের এমন কোন রোগ নেই, কুরআনে যার আরোগ্যের নির্দেশনা নেই'।[১৬]

অনুধাবন ছাড়াই পাঠ করার ক্ষতি :

ঐ ব্যক্তি চিনির বলদের মত কেবল বোঝা বহন করেই জীবন কাটায়। কিন্তু চিনি মিষ্টি না তিতা বুঝতে পারে না। এই স্বভাব ছিল ইহূদী-নাছারাদের। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ 'আর তাদের মধ্যে একদল নিরক্ষর ব্যক্তি রয়েছে, যারা আল্লাহ্র কিতাবের কিছুই জানে না স্রেফ একটা ধারণা ব্যতীত। আর তারা স্রেফ কল্পনা করে মাত্র' *(বাক্বারাহ ২/৭৮)*। শাওকানী (১১৭২-১২৫০ হি.) বলেন, 'বলা হয়েছে যে, (أَمَانِيَّ) অর্থ তেলাওয়াত। অর্থাৎ তাদের নিকট আল্লাহ্র কিতাবের কোন বুঝ ও অনুধাবন ছিল না, কেবলমাত্র পাঠ করা ব্যতীত'।[১৭] ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেন, 'অত্র আয়াতে আল্লাহ তাঁর কিতাবের পরিবর্তনকারীদের এবং উম্মীদের নিন্দা করেছেন, যারা পাঠ করা ব্যতীত আর কিছুই জানে না। আর এটাই হ'ল (أَمَانِيَّ) বা কল্পনা'।[১৮] অনুরূপভাবে ক্বিয়ামতের দিন উম্মতের পতন দশার কারণ সম্পর্কে আল্লাহ্র প্রশ্নের উত্তরে আমাদের রাসূল (ছাঃ) কৈফিয়ত দিয়ে বলবেন, وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا 'সেদিন রাসূল বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার উম্মত এই কুরআনকে পরিত্যক্ত গণ্য করেছিল' *(ফুরক্বান ২৫/৩০)*। এর ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হি.) বলেন, 'কুরআন পরিত্যাগ করা অর্থ হ'ল এর অনুধাবন ও যথার্থ বুঝ হাছিলের চেষ্টা পরিত্যাগ করা' *(ঐ, তাফসীর)*। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)

---

১৬. যাদুল মা'আদ ৪/৩২৩।

১৭. শাওকানী, তাফসীর ফাৎহুল ক্বাদীর, সূরা বাক্বারাহ ৭৮ আয়াত।

১৮. আছ-ছাওয়াইকুল মুরসালাহ (রিয়াদ : দারুল 'আছেমাহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৮/১৯৮৮) ৩/১০৪৯।

Contents

বলেন, 'কুরআন পরিত্যাগ করার কতগুলি অর্থ হ'তে পারে। তার মধ্যে অন্যতম হ'ল, কথক (আল্লাহ) কি বলতে চান, সেটা অনুধাবন না করা, বুঝার চেষ্টা না করা ও তত্ত্ব উদঘাটনের চেষ্টা পরিত্যাগ করা'।[১৯]

কুরআন অনুধাবনের ফযীলত :

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কোন গৃহে যখন একদল লোক সমবেত হয় এজন্য যে, তারা আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করে ও নিজেদের মধ্যে তার পর্যালোচনা করে, সেখানে কেবলই আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে বিশেষ রহমত হিসাবে 'সাকীনাহ' (اَلسَّكِيْنَةُ) নাযিল হয়। আল্লাহ্র রহমত তাদের বেষ্টন করে রাখে ও ফেরেশতারা স্থানটি পূর্ণ করে ফেলে। আর আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন'।[২০] এখানে 'সাকীনাহ' ও রহমত নাযিলের প্রধান কারণ হ'ল তেলাওয়াত ও অনুধাবন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের মধ্যে তেলাওয়াত আছে অনুধাবন নেই। ফলে রহমতও নেই।

কুরআন অনুধাবনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) :

(ক) হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেন, 'তিনি এক রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করছিলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) থেমে থেমে (مُتَرَسِّلاً) ক্বিরাআত পড়ছিলেন। যখনই আল্লাহ্র গুণগানের কোন আয়াত অতিক্রম করতেন, তখন থামতেন ও 'সুবহানাল্লাহ' বলতেন। যখন কোন প্রার্থনার আয়াত অতিক্রম করতেন, তখন থামতেন ও প্রার্থনা করতেন। যখন আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাওয়ার আয়াত অতিক্রম করতেন, তখন থামতেন ও পানাহ চেয়ে 'আঊযুবিল্লাহ' বলতেন'।[২১] এটাই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর কুরআন বুঝে পড়া ও তার তাৎপর্য অনুধাবনের নমুনা।

(খ) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'আমাকে একদিন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তুমি আমাকে কুরআন শুনাও'। আমি বললাম, আমি আপনাকে

---

১৯. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৩৯৩/১৯৭৩) ৮২ পৃ.।
২০. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।
২১. মুসলিম হা/৭৭২; তিরমিযী হা/২৬২; মিশকাত হা/৮৮১।

Contents

কুরআন শুনাব, অথচ আপনার উপরেই কুরআন নাযিল হয়। জবাবে তিনি বললেন, আমি তোমার নিকট থেকে কুরআন শুনতে ভালোবাসি'। অতঃপর আমি সূরা নিসা পড়তে লাগলাম। যখন ৪১ আয়াতে পৌঁছে গেলাম, তখন তিনি বললেন, থাম। দেখলাম, তাঁর দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেছে' *(বুখারী হা/৪৫৮২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, অন্য একজন ব্যক্তি আমাকে টোকা দিল। তখন আমি তাকিয়ে দেখলাম যে, রাসূল (ছাঃ)-এর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে' *(মুসলিম হা/৮০০)*। আয়াতটি ছিল, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا 'অতএব সেদিন কেমন হবে, যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী (নবী) আনব এবং তোমাকে তাদের সকলের উপর সাক্ষী করব?' *(নিসা ৪/৪১)*। ইবনু বাত্ত্বাল বলেন, 'এ আয়াত তেলাওয়াতের সময় রাসূল (ছাঃ)-এর মধ্যে ক্বিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য ভেসে ওঠে। আর সেজন্যই তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ইবনু হাজার বলেন, 'উম্মতের দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থার উপর সাক্ষ্যদান ও তাদের উপর আযাবের কথা চিন্তা করে তিনি কেঁদে ফেলেন' *(ফাৎহুল বারী ৯/৯৯)*।

(গ) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'একদিন আবুবকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি দ্রুত বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। জবাবে তিনি বললেন, আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে সূরা হূদ, ওয়াক্বে'আহ, মুরসালাত, নাবা ও তাক্বভীর *(তিরমিযী হা/৩২৯৭; ছহীহাহ হা/৯৫৫)*। বলা হয়ে থাকে যে, সূরা হূদের ১১২ আয়াত فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ– 'অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ সেভাবে দৃঢ় থাক এবং যারা তোমার সাথে (শিরক ও কুফরী থেকে) তওবা করেছে তারাও। আর তোমরা সীমালংঘন কর না। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের সকল কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেন'। তাঁকে বৃদ্ধ করে ফেলে *(কুরতুবী)*।

(খ) আবু যার গেফারী (রাঃ) বলেন, 'এক রাতে রাসূল (ছাঃ) স্রেফ একটি আয়াত দিয়ে তাহাজ্জুদ শেষ করেন। এমতাবস্থায় ফজর হয়ে যায়। সেটি হ'ল, إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 'যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি দাও, তাহ'লে তারা তোমার বান্দা। আর যদি তাদের

ক্ষমা কর, তবে তুমি মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়'।[২২] এতে বুঝা যায়, তাঁর কুরআন অনুধাবন কত গভীর ছিল।

(গ) তরুণ ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) যখন প্রতিদিন এক খতম কুরআন পাঠ করতে চাইলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে তিনদিনের কমে খতম করতে নিষেধ করে বললেন, তিনদিনের কমে খতম করলে সে কিছুই বুঝবে না'।[২৩] এতে পরিষ্কার যে, কুরআন বুঝে পড়াটাই উদ্দেশ্য। কেবলমাত্র পাঠ করা নয়।

কুরআন অনুধাবনে ছাহাবায়ে কেরাম :

(১) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'আমাদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি ১০টি আয়াত পাঠ করার পর আর আগে বাড়তেন না। যতক্ষণ না তার মর্ম অনুধাবন করতেন ও সেমতে আমল করতেন'।[২৪]

(২) আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ বিন হাবীব আস-সুলামী (মৃ. ৭২ হি.) বলেন, 'আমাদেরকে যারা কুরআন পাঠ করিয়েছেন তারা বলতেন, তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে যখন কুরআন শিখতেন, তখন ১০টি আয়াত জানলে তারা আর তাঁর পিছে পড়তেন না, যতক্ষণ না ঐ আয়াতগুলির উপর তারা আমল করতেন। এভাবে আমরা কুরআন ও তদনুযায়ী আমল সবই শিখতাম'।[২৫]

(৩) এদের মধ্যে ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর চাচাতো ভাই তরুণ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস। আল্লাহ্র রাসূল তাঁর জন্য দো'আ করেছিলেন, اَللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ 'হে আল্লাহ তুমি তাকে দ্বীনের বুঝ দান কর এবং এর যথার্থ ব্যাখ্যা শিক্ষা দাও'।[২৬] সেকারণে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, نِعْمَ تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ بْنُ عَبَّاسٍ 'কুরআনের কতই না সুন্দর ব্যাখ্যাতা ইবনু আব্বাস'! *(হাকেম হা/৬২৯১)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ)

---

২২. মায়েদাহ ৫/১১৮; নাসাঈ হা/১০১০।
২৩. তিরমিযী হা/২৯৪৯; মিশকাত হা/২২০১।
২৪. মুক্বাদ্দামা ইবনু কাছীর; তাফসীর ত্বাবারী হা/৮১, হাদীছ ছহীহ।
২৫. মুক্বাদ্দামা তাফসীর ইবনু কাছীর, সনদ জাইয়িদ।
২৬. আহমাদ হা/২৩৯৭; হাকেম হা/৬২৮০; ছহীহাহ হা/২৫৮৯। হাদীছের প্রথমাংশটি ছহীহ বুখারীতে রয়েছে (হা/১৪৩)।

মারা গেছেন ৩২ হিজরীতে। তারপরেও ইবনু আব্বাস (রাঃ) ছত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন এবং ত্বায়েফে মৃত্যুবরণ করেন ৬৮ হিজরীতে। তাহ'লে বাকী জীবনে তিনি কুরআনকে আরও কত সুন্দরভাবেই না অনুধাবন করেছিলেন!

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, পিতা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ১২ বছরে সূরা বাক্বারাহ শেষ করেন। অতঃপর যেদিন শেষ হয়, সেদিন তিনি কয়েকটি উট নহর করে সবাইকে খাওয়ান'।[২৭] ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় একজন মহান ব্যক্তির এই দীর্ঘ সময় লাগার অর্থ সূরাটির গভীর তাৎপর্য অনুধাবনে দীর্ঘ সময় ব্যয় করা।

(৫) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি ওমর (রাঃ)-এর দরবারে এল। তখন তিনি তাকে লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে লোকটি বলল, হে আমীরুল মুমেনীন! তাদের মধ্যে কেউ কেউ এরূপ এরূপভাবে কুরআন তেলাওয়াত করে। আমি বললাম, এত দ্রুত কুরআন তেলাওয়াত আমি পসন্দ করি না। তখন ওমর (রাঃ) আমাকে থামালেন। এতে আমি দুঃখিত মনে বাড়ী ফিরে এলাম। অতঃপর তিনি আমার নিকটে এলেন এবং বললেন, ঐ লোকটি যা বলল, তার কোনটা তুমি অপসন্দ করলে? আমি বললাম, ওরা যত দ্রুত কুরআন পড়বে, তত আপোষে ঝগড়া করবে। প্রত্যেকেই নিজেরটাকে সঠিক বলবে। আর যখনই ঝগড়া করবে, তখনই বিরোধে লিপ্ত হবে। অবশেষে নিজেরা লড়াইয়ে রত হবে। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তোমার পিতার জন্য আমার জীবন উৎসর্গীত হৌক। আমি এটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। অবশেষে তুমিই সেটা বলে দিলে'।[২৮]

বস্তুতঃ ওমর ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) যেটা ধারণা করেছিলেন, পরে সেটাই হয়েছিল। খারেজীরা বের হ'ল। তারা কুরআন পাঠ করত। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করত না। অর্থাৎ তারা কুরআন অনুধাবন করত না এবং এর মর্ম উপলব্ধি করত না। ইতিহাসে এরাই প্রথম চরমপন্থী

---

২৭. মুক্বাদ্দামা তাফসীর কুরতুবী 'আল্লাহ্র কিতাব শিক্ষা করা ও তা অনুধাবনের পদ্ধতি' অনুচ্ছেদ, ৭৬ পৃ.; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম (বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১ম সংস্করণ ১৪০৭/১৯৮৭) ৩/২৬৭।

২৮. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২০৩৬৮; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/৩৪৮-৪৯।

Contents

জঙ্গীদল হিসাবে কুখ্যাত। এরাই হযরত আলী (রাঃ)-কে কাফের আখ্যা দিয়ে হত্যা করেছিল।

(৬) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূলের ছাহাবীদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি, যারা এই উম্মতের শীর্ষে অবস্থান করেন, তারা কুরআন হেফয করতেন না একটি সূরা বা অনুরূপ কিছু অংশ ব্যতীত। তারা কুরআনের উপর আমল করার রিযিক লাভ করেছিলেন। কিন্তু এই উম্মতের শেষ দিকের লোকেরা কুরআন তেলাওয়াত করবে। তাদের মধ্যে শিশু, অন্ধ সবাই থাকবে। কিন্তু তারা আমল করার রিযিক পাবে না'।[২৯]

(৭) একই মর্মে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমাদের জন্য কুরআনের শব্দাবলী মুখস্ত করা খুবই কঠিন। কিন্তু এর উপর আমল করা সহজ। আর আমাদের পরের লোকদের অবস্থা হবে এই যে, তাদের জন্য কুরআন হেফয করা সহজ হবে। কিন্তু তার উপর আমল করা কঠিন হবে।[৩০]

(৮) মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, 'তোমরা যতটুকু চাও ইলম অর্জন কর। মনে রেখ, আল্লাহ তোমাদেরকে কোনই পুরস্কার দিবেন না, যতক্ষণ না তোমরা তার উপরে আমল করবে'।[৩১]

কুরআন অনুধাবনের অর্থ :

কুরআন অনুধাবনের অর্থ হ'ল কোন আয়াতের যথাযথ মর্ম নির্ধারণ করা। আয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা এবং সেখান থেকে আহকাম নিশ্চিত করা। এটা মোটেই সহজ নয় এবং এর জন্য রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী। সেই সকল শর্ত ও নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ না করে কেউ কুরআন অনুধাবনের দাবী করতে পারে না। এতদ্ব্যতীত কুরআনে রয়েছে কেবল মৌলিক বিষয়াদির বর্ণনা। অতএব মূল হ'তে শাখা-প্রশাখা বের করার যোগ্যতা থাকতে হবে।

---

২৯. মুক্বাদ্দামা তাফসীর কুরতুবী ৭৫-৭৬ পৃ.।
৩০. মুক্বাদ্দামা তাফসীর কুরতুবী ৭৫ পৃ.।
৩১. মুক্বাদ্দামা তাফসীর কুরতুবী ৭৬ পৃ.।

Contents

কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা দানের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ فِى الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি ইলম ব্যতিরেকে কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করল, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নিল'।[৩২]

ছাহেবে মির'আত বলেন, উক্ত হাদীছের অর্থ হ'ল নিজস্ব রায় অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা। মরফূ' ও মওকূফ হাদীছ সমূহ থেকে এবং শারঈ বিধান সমূহে ও ভাষা জ্ঞানে অভিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ বিদ্বানগণের বক্তব্য সমূহ অনুসন্ধান না করেই নিজের ধারণা মতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হি./১৭০৩-১৭৬২ খৃ.) বলেন, 'ঐ ব্যক্তির জন্য কুরআনের তাফসীরে প্রবেশ করা হারাম, যে ব্যক্তি কুরআনের ভাষা জানেনা, যে ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে এবং রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবী ও তাবেঈগণ থেকে বর্ণিত ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবগত নয়। যে ব্যক্তি কুরআনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও আয়াত নাযিলের কারণ এবং নাসেখ-মানসূখ সম্পর্কে অবগত নয়'।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, (ক) কুরআনের তাফসীরের জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি হ'ল কুরআন দিয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা করা। কেননা এক স্থানে আয়াতটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হ'লেও অন্য স্থানে সেটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। (খ) যদি তুমি এতে ব্যর্থ হও, তাহ'লে সুন্নাহতে এর ব্যাখ্যা তালাশ কর। কেননা এটি কুরআনের ব্যাখ্যা ও তার মর্ম স্পষ্টকারী। আল্লাহ বলেন, 'আমরা তোমার নিকটে নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যেন তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহল ১৬/৪৪)*। আর সুন্নাহ নিজেই তাঁর উপরে অহি আকারে নাযিল হয়েছে, যেমন তাঁর উপরে কুরআন নাযিল হয়েছে। যদিও তা কুরআনের ন্যায় তেলাওয়াত করা হয় না। অতঃপর

---

৩২. তিরমিযী হা/২৯৫০; শারহুস সুন্নাহ হা/১১৭; আহমাদ হা/২০৬৯; মিশকাত হা/২৩৪। ইমাম তিরমিযী ও ইমাম বাগাবী হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন। তাফসীরে কুরতুবীর মুহাক্কিক আব্দুর রাযযাক আল-মাহদী বলেন, তিরমিযী উক্ত হাদীছকে 'হাসান' বলেছেন, সেটাই যথার্থ। তিনি বলেন, হাদীছের সকল সূত্র বিশ্বস্ত (মুক্বাদ্দামা তাফসীর কুরতুবী হা/৭০, পৃ. ৬৬)। কিন্তু শায়খ আলবানী ও শু'আয়েব আরনাঊত্ব 'যঈফ' বলেছেন। সনদ যঈফ হ'লেও মর্ম ছহীহ।

Contents

যখন আমরা কুরআনে বা সুন্নাহতে কোন ব্যাখ্যা না পাব, তখন ছাহাবীগণের বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করব। কেননা কোন অবস্থায় বা কোন প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছিল, সে বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার কারণে তাঁরা উক্ত বিষয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। আর এ বিষয়ে তাঁদের ছিল পূর্ণ বুঝ ও সঠিক ধারণা ও সঠিক আমল। বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও গুরুজন ব্যক্তিগণ। যেমন চার খলীফা, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস প্রমুখ বিদ্বানগণ।

অতঃপর যখন তুমি কোন তাফসীর কুরআনে বা সুন্নাহতে বা ছাহাবীগণ থেকে না পাবে, তখন অনেক বিদ্বান তাবেঈদের বক্তব্য সমূহের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। যেমন মুজাহিদ, আত্বা বিন আবী রবাহ, সাঈদ বিন জুবায়ের প্রমুখ তাবেঈগণ। অনেকে বলেছেন, শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে তাবেঈদের বক্তব্য দলীল নয়। তাহ'লে কিভাবে সেটি তাফসীরের ক্ষেত্রে দলীল হবে? অর্থাৎ এটি তাদের বিরোধীদের বক্তব্যের উপরে দলীল হবে না, আর এটাই সঠিক। অতঃপর যখন তারা সবাই একটি ব্যাপারে একমত হবেন, তখন সেটার দলীল হওয়ায় কোন সন্দেহ থাকবে না। কিন্তু যদি তারা মতভেদ করেন, তাহ'লে তাদের একজনের বক্তব্য অন্যজনের উপর দলীল হবে না। যা তাদের পরবর্তীদের উপরেও হবে না। এমতাবস্থায় কুরআনের ভাষা অথবা সুন্নাহ অথবা আরবদের সার্বজনীন ভাষা রীতি অথবা উক্ত বিষয়ে ছাহাবীগণের বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। فَأَمَّا تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ فَحَرَامٌ 'মোটকথা কুরআনের তাফসীর স্রেফ রায়-এর মাধ্যমে করা হারাম'। এটাই হ'ল ইবনু কাছীরের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত সার।[৩৩]

হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলতেন, أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، إِذَا قُلْتُ فِي الْقُرْآنِ مَا لاَ أَعْلَمُ 'যদি আমি না বুঝে কুরআন সম্পর্কে কিছু বলি, তবে কোন যমীন আমাকে বহন করবে এবং কোন আকাশ আমাকে ছায়া দিবে?' *(তাফসীর ত্বাবারী ১/৭৮)*।

---

৩৩. মির'আত হা/২৩৬-এর আলোচনা; মুক্বাদ্দামা তাফসীর ইবনু কাছীর ১/৩৫-৩৬।

Contents

কুরআন অনুধাবনের শর্তাবলী :

(১) আরবী ভাষা জ্ঞানে পরিপক্কতা অর্জন করা।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, যতক্ষণ না কারু মধ্যে কোন আরবী বাক্যকে আরবী ভাষার দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুধাবনের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়, ততক্ষণ সে কুরআনের উচ্চাঙ্গের বর্ণনা ভঙ্গি ও তার বিশেষ ব্যাখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হ'তে পারবে না। আর যদি তা না হয় তবে কুরআনের ভাব ও অর্থের এমন অনেক দিক দেখা দিবে, যা তার জ্ঞান ও অনুভূতিতে ধরা পড়বে না'। অর্থাৎ কুরআন অনুধাবনের জন্য কেবল আরবী ভাষা জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, বরং আরবী ভাষার যথার্থ অনুভূতি আবশ্যক। এর জন্য দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন হয়। এজন্য তাকে আরবীর সকল পরিভাষা ও ব্যবহার ক্ষেত্র সমূহ সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত হ'তে হবে। যাতে একই বিষয় বিভিন্ন বর্ণনা ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা যায়। আর এইসব বর্ণনা ভঙ্গির সূক্ষ্ম পার্থক্য সমূহ সে পুরা মাত্রায় অনুধাবন করবে।

উদাহরণ : কোন রোগীকে কুশল জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'ভাল আছি'। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, এই বাক্যের দু'টি পরস্পর বিরোধী অর্থ হ'তে পারে। যেখানে পার্থক্য থাকে কেবল বর্ণনা ভঙ্গির। যদি রোগী নৈরাশ্যের অনুশোচনায় 'ভাল আছি' বলে থাকেন, তবে বুঝতে হবে যে তিনি 'ভাল নেই'। আর যদি প্রশান্ত মনে বলে থাকেন, তবে বুঝতে হবে যে, প্রকৃত অর্থেই তিনি সুস্থ। এ কারণেই অলংকার শাস্ত্রবিদগণের মতে শব্দসমূহের কোন প্রতিশব্দই নেই এবং একটির অর্থ কেবল একটিই হ'তে পারে'। কেবল ভাষাবিদ নয় এমন ব্যক্তিই নানারূপ অর্থ ও তথ্যের বর্ণনা দিয়ে থাকেন। কিন্তু ভাষাবিদ শ্রোতা বাক্য শ্রবণ করা মাত্র তার একটি অর্থই নির্দিষ্ট করে ফেলেন। তিনি নানা প্রকার ব্যাখ্যার বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়েন না। তিনি সহজে বুঝতে পারেন, এখানে বর্ণনাকারীর মূল উদ্দেশ্য কি?

অলংকার শাস্ত্রের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তর :

কোন বাক্য সম্পর্কে এ দাবী করা যায় না যে, এর উপরেই বালাগাতের সমাপ্তি ঘটেছে। কেননা অলংকার শাস্ত্র হচ্ছে, পরিস্থিতি অনুযায়ী বাক্যালাপ

Contents

করণ। যাতে সামান্য পার্থক্যের কারণে অবস্থার চাহিদানুযায়ী নানারূপ অর্থ হ'তে পারে। একটি বাক্য যতই অলংকারপূর্ণ হৌক না কেন, তা অন্য বাক্যের তুলনায় নিম্নমানের হ'তে পারে। আর কুরআন হ'ল অলংকার শাস্ত্রের সেই সর্বোচ্চ রূপ, যার কোন তুলনা নেই।

অতএব কুরআন অনুধাবনের অর্থ হ'ল, এমন এক পরিপক্ক অনুভূতির সৃষ্টি হওয়া যা আরবী ভাষার অর্থ ও উদ্দেশ্য পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হয়। তার ইশারা ও ইঙ্গিত সম্পর্কে অবহিত হ'তে পারে ও শব্দ সমূহের সঠিক অর্থ নিরুপণ করতে পারে। আর যেহেতু কুরআন মাজীদ বালাগাতের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত, তাই ঐ সকল মনীষীবৃন্দ ব্যতিরেকে যাদেরকে স্বয়ং নবী করীম (ছাঃ) নবুঅতের আলোকে আলোকিত করেছেন, অন্য কোন ব্যক্তি দাবি সহকারে বলতে পারেন না যে, অত্র আয়াতের সঠিক অর্থ তাই-ই, যা তিনি বুঝেছেন। কুরআন নিঃসন্দেহে সহজ ও সরল। কিন্তু কোন জিনিসের সহজ-সরল হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, তা অনুধাবনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়াবলীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে না। বর্তমানে যারা কুরআনের সঠিক অনুধাবনের দাবীদার, তাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে, তারা কতদূর এই দাবীর যোগ্য।

তাফসীরের সংজ্ঞা :

আবু হাইয়ান আন্দালুসী (৬৫৪-৭৪৫ হি./১২৫৬-১৩৪৪ খৃ.) বলেন,

هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ كَيْفِيَّةِ النُّطْقِ بِأَلْفَاظِ الْقُرْآنِ، وَمَدْلُولاَتِهَا، وَأَحْكَامِهَا الْإِفْرَادِيَّةِ وَالتَّرْكِيبِيَّةِ، وَمَعَانِيهَا الَّتِي تُحْمَلُ عَلَيْهَا حَالَةُ التَّرْكِيبِ، وَتَتِمَّاتٍ لِذَلِكَ-

'এটি এমন এক ইলম, যাতে কুরআনের শব্দমালার বাচনভঙ্গী, তার উদ্দেশ্য, তার একক ও যৌগিক বিধানাবলী এবং যৌগিক অবস্থায় গৃহীত অর্থ সমূহ ও তার পরিশিষ্টসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়'। এর মাধ্যমে তিনি ইলমে ছরফ, নাহু, বালাগাত, হাকীকাত ও মাজায ছাড়াও 'পরিশিষ্ট' অর্থাৎ নাসখ ও শানে নুযূল-এর জ্ঞান বুঝিয়েছেন, যাতে তিনি অস্পষ্ট বিষয় সমূহ উদ্ধার করতে সক্ষম হন'। উল্লেখ্য যে, যতদিন ইসলাম আরব ভূখণ্ডে

Contents

সীমাবদ্ধ ছিল, ততদিন আরবী ভাষা ও সাহিত্যে কোন ব্যাকরণ রচিত হয়নি এবং প্রয়োজনও ছিল না। ব্যাকরণ ভাষা হ'তে সৃষ্টি হয়, ব্যাকরণ হ'তে ভাষা নয়। এ কারণেই ছাহাবায়ে কেরামের যুগে কুরআন মাজীদের তাফসীর সংক্রান্ত মতানৈক্য কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু যখন অনারব দেশ সমূহে কুরআনের বিস্তৃতি ঘটে, তখন ব্যাকরণ রচিত হয় এবং তাফসীরেরও প্রয়োজন হয়।

অতএব যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি আরবী ভাষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান, যার সংখ্যা আলেমগণ ১৪টি বর্ণনা করেছেন, পূর্ণভাবে আয়ত্ত করবে, ততক্ষণ কোন আয়াত সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত মত পোষণ করার অধিকার নেই।

কুরআন অনুধাবনের শর্তাবলী

(১) আরবদের বাকরীতি জানা :

তাফসীরের জন্য কুরআন বর্ণিত একক শব্দমালার রহস্য সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। উদাহরণ স্বরূপ 'তাবীল' (تَاوِيْلٌ) শব্দটি কুরআন নাযিলের যুগে 'পরিণাম' অর্থে ব্যবহৃত হ'ত। যেমন আল্লাহ বলেন, هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ 'তারা কি তবে তার পরিণতির (ক্বিয়ামতের) অপেক্ষা করছে? যেদিন সেই পরিণতি এসে যাবে, সেদিন যারা এই পরিণতির কথা ইতিপূর্বে ভুলে গিয়েছিল (অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা) বলবে, বাস্তবিকই আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ সত্যসহ আগমন করেছিলেন' *(আ'রাফ ৭/৫৩)*। অতঃপর দীর্ঘদিন পরে 'তাবীল' শব্দটি 'তাফসীর' অর্থে ব্যবহৃত হ'তে থাকে। যদিও দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এরূপ অনেক শব্দ আছে যার অর্থ কুরআন নাযিলের যুগে একরূপ ছিল এবং দু'এক শতাব্দী পরে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব কুরআন অনুধাবনকারীকে সেই অর্থই গ্রহণ করতে হবে, যা কুরআন নাযিলের যুগে গ্রহণ করা হ'ত।

Contents

(২) আরবদের উচ্চারণ ও লিখন পদ্ধতির জ্ঞান থাকা :

যেমন সূরা নমলে হযরত সুলায়মান (আঃ) হুদহুদ পাখি সম্পর্কে বলছেন,–لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ 'আমি তাকে অবশ্যই কঠিন শাস্তি দেব অথবা যবহ করব। অথবা সে উপযুক্ত কারণসহ আমার কাছে হাযির হবে' *(নামল ২৭/২১)*। এখানে لَأَاذْبَحَنَّهُ -এর ذ-এর পূর্বে একটি অতিরিক্ত ا (আলিফ) রয়েছে, যা অপ্রয়োজনীয়। অথচ এটাই রীতি হয়ে আছে। এক্ষণে যে ব্যক্তি আরবদের ক্বিরাআত সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, তিনি ভুল অর্থ বুঝবেন এবং লিখবেন, 'আমি তাকে যবহ করব না'- যা হবে একেবারেই উল্টা অর্থ।

অনুরূপভাবে একদা রাসূল (ছাঃ) يَايَحْيَى দীর্ঘ করে পড়েন। তখন ছাফওয়ান বিন আসসাল বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটি তো কুরায়শী পদ্ধতি নয়'। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটি তাদের মাতৃকুল বনু সা'দ-এর পদ্ধতি'।

(৩) কুরআন অনুধাবনের স্বভাবজাত প্রেরণা থাকা। যেমন কোন ব্যক্তি কাব্য ও সাহিত্যের স্বভাবজাত প্রেরণা ও অনুভূতি ব্যতিরেকে কবি ও সাহিত্যিক হ'তে পারে না। ঠিক তেমনি কারু পক্ষে কুরআন অনুধাবনের স্বাভাবিক প্রেরণা ছাড়া কুরআনের মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সৈয়দ রশীদ রেযা (১৮৬৫-১৯৩৫ খৃ.) বলেন, এটি দু'পদ্ধতিতে হ'তে পারে- وَهْبِى ও كَسْبِي আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও অর্জিত জ্ঞান। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, কুরআন অনুধাবনের জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত এক বিশেষ নে'মত, যা আল্লাহ তাঁর বিশেষ বান্দাদের প্রদান করে থাকেন'। 'কসবী' বা অর্জিত জ্ঞান দ্বারা হাদীছ শাস্ত্রের জ্ঞান, ছাহাবা ও তাবেঈদের বর্ণনা সমূহ ও কার্যাবলী, প্রথম যুগের প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণের বর্ণনা সমূহকে বুঝায়। এতদ্ব্যতীত প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞান, বিশ্ব ইতিহাস ও আত্মিক জ্ঞান ইত্যাদি, যা কুরআন অনুধাবনে সাহায্য করে। যা চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে লাভ করা যায়। যার ফলশ্রুতিতে 'অহবী' জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। পক্ষান্তরে 'অহবী' জ্ঞানের কারণেই 'কসবী' জ্ঞানে পারদর্শী আলেমগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের কমবেশী হয়।

Contents

(৪) আল্লাহভীরুতা :

মানবিক মূল্যবোধ সদা জাগ্রত রাখার জন্য সর্বদা আল্লাহভীরুতা বজায় রাখা আবশ্যক। কারণ মানুষ সর্বদা আল্লাহ্‌র সামনেই থাকে এবং তিনি তার সব কিছু শুনেন ও দেখেন। সেকারণ আল্লাহ বলেন, কুরআন পথপ্রদর্শক হ'ল আল্লাহভীরুদের,[৩৪] ফাসেকদের নয়। আর আল্লাহভীরুতার অর্থ হ'ল, আল্লাহ্‌র কালাম শ্রবণ করে হৃদয়ে তার প্রভাব গ্রহণে সক্ষম হওয়া'। পাকস্থলী অকেজো হ'লে খাদ্য বা ঔষধ যেমন কোন কাজ করে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে কুফলের আশংকা থাকে, কুরআন অনুধাবনের বিষয়টিও অনুরূপ।

আবু আলী ইবনে সীনা (৯৮০-১০৩৭ খৃ. /৩৭০-৪২৮ হি.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইশারাত'-এর শেষভাগে স্বীয় শিষ্যকে বলেন, আমার এই গ্রন্থ যেন সবাইকে পড়তে না দেওয়া হয়। বরং কেবল ঐ লোকদের মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ থাকবে যারা কলহপ্রিয় বা পথভ্রষ্ট নয়। যদি এর ব্যতিক্রম করা হয়, তাহ'লে আমি আল্লাহ্‌র নিকট তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করব'।

কেননা ইল্‌ম হ'ল এক বিশেষ জ্যোতি, যা আল্লাহ তার মুত্তাকী বান্দার মধ্যে সৃষ্টি করেন এবং যা জ্ঞানের অনুভূতির উৎস রূপ হয়। এক্ষেত্রে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর দু'টি পংক্তি প্রণিধানযোগ্য।-

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي + فَأَوْصَانِى إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي

فَإِنَّ العِلْمَ نُورٌ مِنْ إِلَهِ + وَنُوْرُ اللهُ لاَ يُعْطَى لِعَاصِي

'আমি (উস্তাদ) অকী'-এর নিকট আমার দুর্বল স্মৃতির অভিযোগ পেশ করলাম। তখন তিনি আমাকে গোনাহ পরিত্যাগের অছিয়ত করলেন'। 'কেননা ইলম হ'ল আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে নূর। আর আল্লাহ্‌র নূর কোন গোনাহগারকে দেওয়া হয় না'।[৩৫]

ইবনে সীনা মানুষের নফসকে আয়নার সঙ্গে তুলনা করে বলেন, আয়না যেভাবে নিজ সম্মুখস্থ বস্তুর আকৃতি ধারণ করে। নফস তেমনি যতবেশী

---

৩৪. সূরা বাক্বারাহ ২ আয়াত ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ﴿۲﴾ ।
৩৫. হাশিয়াতুল বাজরীমী 'আলাল খত্বীব ২/৩৪৯; ই'আনাতুত ত্বালেবীন ২/১৯০।

Contents

পার্থিব জগতের সাথে নিবিড় হবে, ততবেশী সে আল্লাহ্‌র জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে দূরে সরে যাবে এবং অদৃশ্য জগতের রহস্য অনুধাবনে অক্ষম হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে নফস যত পরিমাণ পার্থিব জগত হ'তে দূরে এবং আধ্যাত্মিক জগতের নিকটবর্তী হবে, তত পরিমাণ তাতে মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র জ্ঞান ভাণ্ডারের সান্নিধ্য লাভের দরুন অদৃশ্য জগতের রহস্যাবলী অনুধাবনের যোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। যার মস্তিষ্কে ও অন্তরে তার মন্দকর্ম সমূহের আবরণ পড়ে, তার থেকে কুরআন অনুধাবনের আশা করা দুরাশা মাত্র। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا 'যাদের হৃদয় আছে কিন্তু তারা বুঝে না' *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*।

(৪) দ্রুত তাফসীরের সাহস না করা :

একটি আয়াতে একটি শব্দ দেখা মাত্র তার তাফসীর ও তাবীলের সাহস না করা। বরং গোটা কুরআন মাজীদ গভীরভাবে অনুধাবন করার পর তার ভাষা, বাচনভঙ্গী এবং বর্ণনা পদ্ধতির সাথে এমন সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন, যেন সঠিক অর্থ নির্ধারণে কোনরূপ জটিলতা দেখা না দেয়। উপরন্তু এক স্থানে যে শব্দের কোন অর্থ গ্রহণ করা হয়, তা যেন অন্য স্থানে ব্যবহৃত অর্থের পরিপন্থী না হয়। কেননা প্রত্যেক বর্ণনাকারীর একটি বিশেষ বর্ণনা পদ্ধতি রয়েছে। কোন ব্যক্তি যে পর্যন্ত বর্ণনাকারীর উক্ত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত না হবে, সে পর্যন্ত তার বর্ণনার মর্ম সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে না। উদাহরণ স্বরূপ-

(ক) কুরআনে পবিত্রতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ 'আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক, অথবা পায়খানা থেকে আস অথবা স্ত্রীগমন করে থাক, আর যদি পানি না পাও, তাহ'লে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। এমতাবস্থায় মুখমণ্ডল ও হাত মাটিতে মাসাহ করে নাও' *(নিসা ৪/৪৩)*।

এখানে لَمْسٌ-এর অর্থ নিয়ে মুফাসসিরগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন, স্রেফ স্পর্শ করা, কেউ বলেছেন, স্ত্রী মিলন করা। অথচ এর

Contents

সমাধান কুরআনের অন্য আয়াতেই পাওয়া যায়। যেমন তালাকের ক্ষেত্রে আল্লাহ বলেছেন, لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ 'যদি তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করার আগেই অথবা তাদের জন্য মোহর নির্ধারণ না করেই তালাক প্রদান কর, তবে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই' *(বাক্বারাহ ২/২৩৬)*। এখানে 'স্পর্শ করার' অর্থ স্ত্রী মিলন *(বাক্বারাহ ২/২৩৭)*। ইদ্দত-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ... 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মুমিন নারীদের বিবাহ করবে; অতঃপর তাকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিবে...' *(আহযাব ৩৩/৪৯)*। مَسٌّ অর্থ স্পর্শ করা এবং لَمْسٌ অর্থ অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে স্পর্শ করা। অর্থাৎ مَسٌّ-এর তুলনায় لَمْسٌ-এর অর্থে মিলন ও সান্নিধ্যের আধিক্য পাওয়া যায়। অতএব مَسٌّ দ্বারা যখন স্ত্রীমিলন বুঝায়, তখন لَمْسٌ দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে স্ত্রীমিলনই বুঝাবে।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, নারী জাতি সম্পর্কে বর্ণনার সময় কুরআনের এক বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। তা হ'ল প্রকাশ্যে বর্ণনার পরিবর্তে ইঙ্গিতে বর্ণনা করা। যেমন ঋতুকালীন সময়ে স্ত্রীমিলন নিষেধ করে বলা হয়েছে,فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ 'অতএব ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ হ'তে বিরত থাক' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। অন্যস্থানে স্ত্রীমিলন বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে এভাবে, وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ 'অথচ তোমরা একে অপরের প্রতি উপগত হয়েছ' *(নিসা ৪/২১)*।

অতএব কুরআনের কোন শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট করণের জন্য যদি স্বয়ং কুরআন থেকে সাহায্য নেয়া হয়, তবে সম্ভবতঃ কোন মতবিরোধ ও মতপার্থক্য দেখা দিবে না, যা সাধারণতঃ তাফসীর সমূহে পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ এরই ভিত্তিতে বলা হয়েছে, اَلْقُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا 'কুরআনের একাংশ অন্য অংশের ব্যাখ্যা করে'।

(খ) যিকর-এর অর্থ আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ 'আর তোমরা (মিনায়) গণিত দিনগুলিতে আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যে ব্যক্তি ব্যস্ততা বশে দু'দিনেই (মক্কায়) ফিরে আসে, তার জন্য কোন গোনাহ নেই। আর যে ব্যক্তি দেরী করে, তারও কোন গোনাহ নেই...' *(বাক্বারাহ ২/২০৩)*। অত্র আয়াতে 'যিকর' শব্দটির অর্থ 'মিনায় কংকর নিক্ষেপ করা' এবং 'নির্দিষ্ট দিনগুলি' অর্থ আইয়ামে তাশরীক্বের ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্জ তিনদিন। এক্ষণে যদি কোন ভ্রান্ত বিতর্ককারী বলতে চায় যে, 'যিকর' অর্থ 'স্মরণ করা' এবং أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ অর্থ جمع قلت অনুযায়ী ৩ থেকে ৯ দিন বুঝতে হবে। কেননা أَيَّامٍ ও مَعْدُودَاتٍ দু'টি শব্দই نكرة বা অনির্দিষ্ট বাচক; অতএব যদি কেউ বছরের অনির্দিষ্ট কয়েকদিনে কোন উপায়ে আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহ'লে সে ব্যক্তি উক্ত আয়াতের হুকুম যথার্থভাবে পালন করল।

এর জবাব এই যে, প্রকৃত অর্থে 'আল্লাহ্‌র স্মরণ' হ'ল তাই, যা তিনি স্বীয় নবীর মাধ্যমে বান্দাকে জানিয়ে দিয়েছেন। আর সেটাই হ'ল আইয়ামে তাশরীক্বের তিনদিন কংকর নিক্ষেপ করা। দ্বিতীয় জবাব হ'ল, কুরআন মাজীদের বিশেষ বর্ণনাভঙ্গি এই যে, কুরআন ইবাদত সমূহের নাম উল্লেখ করে না। বরং তার মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করে। এখানে কংকর মারার কথা উল্লেখ না করে তার মূল উদ্দেশ্য আল্লাহকে স্মরণ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মুযদালিফাতে অবস্থান করার কথা স্পষ্ট ভাষায় না বলে তার উদ্দেশ্যটুকু বর্ণনা করে বলা হয়েছে, فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ... 'আর যখন তোমরা আরাফাত থেকে (মিনায়) ফিরবে, তখন (মুযদালিফায়) মাশ'আরুল হারামে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ কর। আর তোমরা তাঁকে স্মরণ কর যেভাবে তিনি তোমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন...' *(বাক্বারাহ ২/১৯৮)*। সেই 'নির্দেশনা' এসেছে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের মাধ্যমে। ফলে এখানে নিজ ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করার কোন সুযাগ নেই।

অতএব কুরআন মজীদে যেখানে ‘যিকর’ শব্দটি কোন বিশেষ কাল বা স্থানের বন্ধনসহ উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে তা দ্বারা বিশেষ ইবাদতের পদ্ধতি বুঝানো হয়েছে, সাধারণভাবে ‘স্মরণ করা’ নয়। অতএব হাদীছকে অগ্রাহ্য করে কুরআন অনুধাবনের দাবী হাস্যকর মাত্র।

(৫) কুরআনের আহকাম নির্দিষ্ট করণে দূরদৃষ্টি :

কুরআন মাজীদের প্রত্যেক শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট করণে যেমনিভাবে উক্ত শব্দাবলী কুরআনের যে সকল স্থানে এসেছে, সে সকল স্থানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা অপরিহার্য। তেমনিভাবে কোন আয়াত থেকে কোন হুকুম বের করার ক্ষেত্রে কুরআনের যে সকল স্থানে সেটি বর্ণিত হয়েছে, সে সকল স্থানের প্রতিও দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন এবং প্রত্যেক স্থানের পূর্বাপর প্রয়োগ পদ্ধতির উপর দূরদৃষ্টি সহকারে উক্ত হুকুমের মূল লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা আবশ্যক। যেমন আল্লাহ বলেন, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ‘অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো (পূর্ণ) মুমিন হ’তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে তোমাকে ফায়ছালা দানকারী হিসাবে মেনে নিবে’ *(নিসা ৪/৬৫)*।

খারেজী আক্বীদার মুফাসসিরগণ অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন ‘তাগূতের অনুসারী ঐসব লোকেরা ‘ঈমানের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে যাবে। মুখে তারা যত দাবীই করুক না কেন’।[৩৬] অথচ এখানে لاَ يُؤْمِنُونَ ‘তারা মুমিন হ’তে পারবে না’-এর প্রকৃত অর্থ হ’ল, لاَ يَسْتَكْمِلُوْنَ الْإِيْمَانَ ‘তারা পূর্ণ মুমিন হ’তে পারবে না’ *(ফাৎহুল বারী হা/২৩৫৯-এর ব্যাখ্যা)*। কারণ উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছিল দু’জন ছাহাবীর পরস্পরের জমিতে পানি সেচ নিয়ে ঝগড়া মিটানোর উদ্দেশ্যে।[৩৭] দু’জনেই ছিলেন বদরী ছাহাবী এবং দু’জনেই ছিলেন স্ব স্ব জীবদ্দশায় ক্ষমাপ্রাপ্ত ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। অতএব তাদের কাউকে ‘তাগূতের অনুসারী’ মুনাফিক বা কাফির বলার উপায় নেই। কিন্তু খারেজী ও শী‘আপন্থী মুফাসসিরগণ তাদের ‘কাফের’ বলায় প্রশান্তি বোধ

---

৩৬. সাইয়িদ কুতুব, তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন ২/৮৯৫; জিহাদ ও ক্বিতাল ৬৭ পৃ.।
৩৭. বুখারী হা/২৩৫৯; মুসলিম হা/২৩৫৭; মিশকাত হা/২৯৯৩।

Contents

করে থাকেন। তারা এর দ্বারা সকল কবীরা গোনাহগার মুসলমানকে ‘কাফের’ সাব্যস্ত করেছেন। ফলে তাদের ধারণায় কোন মুসলিম সরকার ‘মুরতাদ’ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, উক্ত সরকার স্বীয় রাষ্ট্রে কিছু কুফরী কাজের প্রকাশ ঘটালো’।

অথচ তারা আরবীয় বাকরীতি এবং হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করেননি। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ. قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : الَّذِى لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ– ‘আল্লাহ্‌র কসম! ঐ ব্যক্তি মুমিন নয় (৩ বার), যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টকারিতা হ’তে নিরাপদ নয়’।[৩৮] এখানে ‘মুমিন নয়’ অর্থ পূর্ণ মুমিন নয়। অন্য হাদীছে এসেছে, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ‘মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী’।[৩৯] এর অর্থ সে প্রকৃত কাফের নয়, বরং মহাপাপী। যদি এর অর্থ প্রকৃত কাফের বলতে হয়, তাহ’লে উটের যুদ্ধে ও ছিফফীন যুদ্ধে উভয় পক্ষের সকল ছাহাবীকে কাফের বলতে হবে। কোন বিদ্বান যা বলেননি।

(৬) নাসেখ-মানসূখের জ্ঞান অর্জন :

আহকামের বাহ্যিক বৈপরীত্যের কারণে অনেক তাফসীরবিদ কুরআনের আয়াত সমূহে নাসেখ-মানসূখের মত পোষণ করে থাকেন এবং একে এতই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, এ বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আমাদের মতে এর দ্বারা নাস্‌খ-এর পরিভাষাগত অর্থ (রহিত করা) নয়, বরং আহকামের প্রয়োগ বিধি বুঝানো হয়েছে। কেননা প্রকৃত প্রস্তাবে কোন আয়াত মানসূখ (রহিত) নয়। বরং এক হুকুমকে অন্য হুকুমের তুলনায় সাময়িকভাবে মানসূখ বলা যেতে পারে।

উদাহরণ : (১) কুরআনের এক স্থানে কাফিরদের উৎপীড়নে ধৈর্য ধারণের কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ‘আর কাফির-মুশরিকরা যেসব কথা বলে, তাতে তুমি ছবর

৩৮. বুখারী হা/৬০১৬; মিশকাত হা/৪৯৬২।
৩৯. বুখারী হা/৪৮; মুসলিম হা/৬৪; মিশকাত হা/৪৮১৪।

কর এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে পরিহার করে চল’ *(মুযযাম্মিল ৭৩/১০; মুদ্দাছ্ছির ৭৪/৭; আহক্বাফ ৪৬/৩৫)*। কিন্তু অন্যত্র জোরালো ভাষায় জিহাদের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ– ‘হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের ঠিকানা হ’ল জাহান্নাম। আর ওটা হল নিকৃষ্ট ঠিকানা’ *(তওবাহ ৯/৭৩; তাহরীম ৬৬/৯)*। এখানে একটি অপরটির নাসিখ নয়। বরং ধৈর্য ধারণের নির্দেশ সেই যুগে ছিল, যখন মুসলমানরা দুর্বল ছিল। আর জিহাদের নির্দেশ সেই সময়ের জন্য যখন মুসলমানরা শক্তিশালী হয়েছিল। এই নিয়ম সকল যুগেই প্রযোজ্য।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে অস্ত্রের দ্বারা এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে যবান দ্বারা এবং অন্যান্য পন্থায় কঠোরতা আরোপের দ্বারা’। মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে সকল নষ্টের মূল জেনেও রাসূল (ছাঃ) তাকে হত্যার নির্দেশ দেননি তার বাহ্যিক ইসলামের কারণে। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর হাত দ্বারা, না পারলে যবান দ্বারা, না পারলে ওদেরকে এড়িয়ে চল’। ইবনুল ‘আরাবী বলেন, ‘যবান দ্বারা দলীল কায়েম করার বিষয়টি হ’ল স্থায়ী জিহাদ’।[৪০]

এমনিভাবে যে সকল আয়াত সম্পর্কে নাস্খ-এর দাবী করা হয়েছে, সেগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, কুরআনের কোন আয়াতই অন্য কোন আয়াত দ্বারা মানসূখ নয়।

উদাহরণ (২) : আল্লাহ বলেন, فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ‘অতঃপর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার ফরয মোহরানা প্রদান কর’ *(নিসা ৪/২৪)*। অত্র আয়াতে اسْتَمْتَعْتُمْ শব্দ দ্বারা অনেকে মুৎ‘আ বিবাহ অর্থ নিয়েছেন। যার হুকুম রহিত হয়েছে। অতএব তারা অত্র আয়াতকে হুকুমের দিক থেকে মানসূখ বলেছেন। অথচ মুৎ‘আর সাথে এ আয়াতের কোন সম্পর্কই নেই।

---

৪০. কুরতুবী, সূরা তওবা ৭৩ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; ৮/১৮৭ পৃ.; তাফসীর ইবনু কাছীর ৪/১৯২।

Contents

উদাহরণ (৩) : এমন হয় যে, কোন আয়াতে একটি হুকুম সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অন্য আয়াতে হুকুমটি বিশেষ প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অনেকে এই নির্দিষ্ট করণকেই নাস্খ ধরে নিয়েছেন। যেমন ইদ্দত সম্পর্কিত আয়াতে বলা হয়েছে, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ‘আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে ও স্ত্রীদের ছেড়ে যায়, তারা যেন স্বীয় স্ত্রীগণকে বের করে না দিয়ে এক বছরের জন্য ভরণ-পোষণের অছিয়ত করে যায়’ *(বাক্বারাহ ২/২৪০)*। অত্র আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মৃত্যুর ইদ্দত এক বছর। কিন্তু অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ‘আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে ও বিধবা স্ত্রীদের ছেড়ে যাবে, ঐ স্ত্রীগণ চার মাস দশদিন অপেক্ষা করবে (অর্থাৎ ইদ্দত পালন করবে)। অতঃপর যখন তারা মেয়াদ পূর্ণ করবে, তখন তারা নিজেদের বিষয়ে ন্যায়ানুগভাবে যা করবে, তাতে তোমাদের উপর কোন দোষ নেই’ *(বাক্বারাহ ২/২৩৪)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিধবার ইদ্দত এক বছর নয় বরং চার মাস দশ দিন।

আয়াত দু’টির মধ্যে বাহ্যতঃ বিরোধ দৃষ্ট হওয়ায় তাফসীরবিদগণ নাস্খ-এর মত পোষণ করে থাকেন। অথচ গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এখানে নাস্খ নেই। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী বলেন, উক্ত আয়াত দ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের পথ এই যে, মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর জন্য এক বছরের থাকা-খাওয়ার অছিয়ত করা মুস্তাহাব। তবে স্ত্রীর ইদ্দতকাল হ’ল চার মাস দশ দিন (যদি সে গর্ভবতী না হয়)। এরপর সে ইচ্ছা করলে অন্যত্র বিবাহ করতে পারে। অবশ্য স্ত্রীর জন্য উক্ত অছিয়ত মোতাবেক এক বছর অবস্থান করা ওয়াজিব নয়।

ইবনুল ক্বাইয়িম, ইবনু হযম, আবুবকর আল-জাছছাছ প্রমুখের বক্তব্য দ্বারা একথা স্পষ্ট হয় যে, কুরআন মাজীদের কোন আয়াতের উপরে যখন নাস্খ আরোপ করা হয়, তখন তা দ্বারা রহিত করণ বুঝায় না। বরং একথাই

Contents

উদ্দেশ্য হয় যে, দু'টি আয়াতের হুকুমের প্রেক্ষিত ও অবস্থা ছিল ভিন্ন। এভাবে আয়াতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দ্বীনের পূর্ণতারই দলীল।

এ কারণেই যে সকল বিদ্বান নাস্খ স্বীকার করেন, তারা মানসূখ আয়াতের সংখ্যা নির্ধারণে সীমাহীন মত পার্থক্যে পড়ে গেছেন। ফলে মানসূখ আয়াতের সংখ্যা তাদের নিকট ৫০০, ৩০০, ২৫, ২০ ও শেষমেশ ৫টিতে দাঁড়িয়েছে।

উদাহরণ (৪) : ইবনুল 'আরাবী মানসূখ আয়াতের সংখ্যা ২০টি বলেন। তার মধ্যে একটি হ'ল وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ 'আর যাদের জন্য এটি খুব কষ্টকর হবে, তারা যেন এর পরিবর্তে একজন করে অভাবীকে খাদ্য দান করে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)* আয়াতটি পরবর্তী আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ 'অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)* দ্বারা মানসূখ হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ আয়াত মানসূখ হয়নি। বরং এটি অতিবৃদ্ধ ও বৃদ্ধা, যারা ছিয়াম পালনে অধিক কষ্টবোধ করেন, তাদের জন্য। তিনি গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মায়েদের জন্যও এটি প্রযোজ্য বলেন। হযরত আনাস (রাঃ) নিজের চরম বার্ধক্যে এক বছর বা দু'বছর এরূপ করেছিলেন এবং একদিনে ত্রিশজন মিসকীনকে গোশত ও রুটিসহ উত্তম খাদ্য খাইয়ে পরিতৃপ্ত করেন।[৪১] শাহ অলিউল্লাহ দেহলভীর মতে মানসূখ

---

৪১. কুরতবী; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াত। হযরত আনাস বিন মালেক আনছারী খাযরাজী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দশ বছরের গোলাম ছিলেন। তার মা উম্মে সুলাইমের আবেদন ক্রমে তিনি তার জন্য দো'আ করেন, اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَه 'হে আল্লাহ! তুমি তার মাল ও সন্তান বাড়িয়ে দাও ও তাতে বরকত দাও'। আনাস (রাঃ) বলেন, আমার সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আজকে আমার সন্তানাদি ও তস্য সন্তানাদির সংখ্যা একশ' ছাড়িয়ে গেছে' *(বুখারী হা/৬৩৩৪; মুসলিম হা/২৪৮০; মিশকাত হা/৬১৯৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তুমি তার হায়াত দীর্ঘ কর ও তাকে ক্ষমা কর' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৫৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও'। তিনি বছরার মৃত্যুবরণকারী সবশেষ ছাহাবী ছিলেন। এ সময় তাঁর বয়স সম্পর্কে ৯০ থেকে ১০৭ বছর পর্যন্ত বর্ণনা রয়েছে *(আল-ইছাবাহ ক্রমিক ২৭৭)*।

আয়াতের সংখ্যা ৫টি। তবে মিসরের মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুহূ (১৮৪৯-১৯০৫ খৃ.) মতে কুরআনে একটিও মানসূখ আয়াত নেই।

আমাদের মতে নাস্খ দু'প্রকারের। নাস্খে আয়াত ও নাস্খে আহকাম। আমরা নাস্খে আহকামে বিশ্বাস করি, নাস্খে আয়াতে নয়। অর্থাৎ দু'টি ভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে দু'টি ভিন্ন হুকুম নাযিল হয় এবং উভয় হুকুম স্ব স্ব স্থানে সঠিক ও যথাযথ বলে গণ্য হয়। যেমন মুসলমানগণ যখন দুর্বল ছিল, তখন তাদের ধৈর্য ধারণ করতে বলা হয়। পরে যখন শক্তিশালী হয়, তখন জিহাদের হুকুম নাযিল হয়। এই হুকুম দু'টি অতীতে যে প্রেক্ষাপটে যেভাবে আমলযোগ্য ছিল, বর্তমানেও তেমন আছে। কিন্তু কাফেররা এই পরিবর্তনের রহস্য বুঝতে না পেরে রাসূলকে 'মিথ্যা উদ্ভাবনকারী' বলেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ 'তারা বলে, তুমি তো মনগড়া কথা বল' *(নাহল ১৬/১০১)*।

অতএব যে ব্যক্তি কুরআন অনুধাবনের সৌভাগ্য লাভ করতে চান, তার জন্য যেমন কুরআনের শব্দসমূহের অর্থ নির্দিষ্টকরণে স্বয়ং কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন করা প্রয়োজন, তেমনি হুকুম সমূহ বের করার ক্ষেত্রে তার জন্য যরূরী হ'ল কোন্ হুকুম কোন্ সময়ের জন্য ছিল, তার ক্ষেত্র ও স্থান নির্ণয় করা এবং প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য উদঘাটনে গবেষণা করা। এটা না করে নাসিখ-মানসূখ বলে চালিয়ে দিলে তা কুরআনের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হবে।

তাফসীর ও তাবীল-এর পার্থক্য :

তাফসীরের অর্থ হ'ল শব্দের ব্যাখ্যা করা এবং তাবীলের অর্থ হ'ল মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা। যেমন (১) আল্লাহ বলেন, إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ 'নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা ঘাঁটিতে সদা সতর্ক থাকেন' *(ফজর ৮৯/১৪)*। এর তাফসীর হ'ল 'তোমার প্রভু তোমার কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করছেন' এবং তার তাবীল হ'ল, আমাদেরকে অন্যায় কাজ সমূহ হ'তে বিরত থাকতে হবে। কিন্তু এই তাবীলের ক্ষেত্রে মনগড়া ব্যাখ্যা করা যাবে না। বরং ছহীহ হাদীছের আশ্রয় নিতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, (২) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ

Contents

يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানের সাথে শিরককে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে (জাহান্নাম থেকে) নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াত প্রাপ্ত' *(আন'আম ৬/৮২)*।

এখানে ظُلْم-এর আভিধানিক অর্থ নিলে ছগীরা ও কাবীরা সকল প্রকার গোনাহ বুঝায়। এজন্য ছাহাবায়ে কেরামের একটি দল রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে স্বীয় নাফসের উপরে কখনো যুলুম করেনি? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এখানে ظُلْم দ্বারা 'শিরক' বুঝানো হয়েছে। এজন্য ইমাম বাগাভী বলেন, তাবীলের অর্থ হ'ল, আয়াত দ্বারা এমন অর্থ গ্রহণ করা যা উক্ত আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্কিত হবে এবং কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী হবে না'।

হাদীছ ব্যতিরেকে সঠিকভাবে কুরআন অনুধাবন করা কি সম্ভব? সম্প্রতি এমন সব পণ্ডিতের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যারা কুরআনের সঠিক মর্ম উদ্ধারে হাদীছের জ্ঞানকে শর্ত মনে করেন না। তাদের মতে হাদীছ অনির্ভরশীল ও অগ্রহণযোগ্য। এমনকি একজন হাদীছ অস্বীকারকারী ব্যক্তি হাদীছ গ্রন্থসমূহকে 'মিথ্যার উত্তাল তরঙ্গ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এতদসত্ত্বেও মানুষ তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। তার প্রবন্ধসমূহ সাময়িকীতে স্থান দেয় এবং তাকে مُحْيِي شَرِيْعَتْ مُجَدِّدِ مِلَّتْ (শরী'আত জীবিতকারী, উম্মতের সংস্কারক) ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করে।

জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) কেবল একজন বার্তাবহক ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন কুরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনাকারী এবং তার ব্যাখ্যা প্রদানকারী। যেমন এরশাদ হয়েছে, وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ 'আমরা তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি কেবল এজন্য যে, তুমি তাদেরকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দিবে যেসব বিষয়ে তারা মতভেদ করে' *(নাহল ১৬/৬৪)*। এখানে فِيــهِ সর্বনাম দ্বারা 'কিতাব' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের কোন শব্দের অর্থ বা হুকুম সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিলে রাসূল (ছাঃ) যখন তার ব্যাখ্যা দিবেন, তখন তাঁর

Contents

ব্যাখ্যাই হবে চূড়ান্ত। যেমন বলা হয়েছে, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*। এখানে কেবল আল্লাহ্র নির্দেশ নয় বরং রাসূলের নির্দেশ অমান্য করারও কোন এখতিয়ার মুমিনকে দেওয়া হয়নি এবং তার অবাধ্যতাকে প্রকাশ্য গোমরাহী বলা হয়েছে।

যদি কোন কলহপ্রিয় ব্যক্তি বলে যে, কুরআনের উপরে আমল করার অর্থই হ'ল আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নের শামিল। তবে তার জবাবে বলা হবে যে, মুমিনদের উপর অনুগ্রহের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ তোমাদের নিকট কিতাব ও হিকমত (সুন্নাহ) সহ এসেছেন। لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 'বিশ্বাসীদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের নিকট তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন ও তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত (কুরআন ও সুন্নাহ) শিক্ষা দেন' *(আলে ইমরান ৩/১৬৪)*।

এখানে كِتَاب-এর উপরে حِكْمَة-এর عَطْف দ্বারা عَطْفُ بَيَان বুঝানো হয়নি। কেননা অলংকার শাস্ত্রবিদগণ জানেন যে, এটি عَطْفُ بَيَان-এর স্থানই নয়। কারণ এখানে আল্লাহ্র ইহসান ও তাঁর রাসূলের বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি কিতাব ও হিকমত দ্বারা একই বস্তু বুঝানো হয়, তাহ'লে রাসূলের গুণাবলীর মধ্যে একটির অভাব পরিলক্ষিত হবে। আর যদি হিকমত দ্বারা আল্লাহ্র কিতাব ছাড়া অন্য কিছু বুঝানো হয়, তবে রাসূল (ছাঃ)-এর কথা ও কর্ম ব্যতীত অন্য কি বস্তু হ'তে পারে? অন্যত্র বলা হয়েছে, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের' *(নিসা ৪/৫৯)*।

Contents

অত্র আয়াতে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের জন্য পৃথকভাবে দু'টি أَطِيعُوا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু أُولِي الْأَمْرِ-এর জন্য পৃথকভাবে أَطِيعُوا শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। বরং তাকে রাসূলের উপরে عطف করা হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ রহস্য নিহিত রয়েছে। এখানে একটি أَطِيعُوا শব্দ ব্যবহার করে রাসূল ও উলিল আমরকে তার উপরে عَطْف করা যেত। অথবা প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক তিনটি أَطِيعُوا ব্যবহার করা যেত। তা না করে আল্লাহ ও রাসূলের জন্য পৃথক দু'টি أَطِيعُوا বলার উদ্দেশ্য হ'ল পৃথক দু'টি আইন সমষ্টির দিকে ইঙ্গিত করা। যার একটি আল্লাহ্র সাথে সরাসরি সম্পর্কিত হয়ে 'কিতাবুল্লাহ' এবং অপরটি রাসূলের সাথে সম্পর্কিত হ়ে 'সুন্নাতে রাসূলিল্লাহ'। আর যেহেতু উলুল আমরের জন্য পৃথক কোন আইন সমষ্টি নেই, বরং তারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যশীল, সেহেতু তাদের জন্য পৃথকভাবে أَطِيعُوا শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য দলীল মাত্র দু'টি : কুরআন ও সুন্নাহ। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার বিদায় হজ্জের ভাষণে বলে গিয়েছেন।

যদি বলা হয় রাসূলের হুকুম মূলতঃ আল্লাহ্র হুকুম, তাহ'লে প্রশ্ন থেকে যায় যে, আল্লাহ্র সাথে রাসূলের উল্লেখের কারণ কি? দেখুন অন্যত্র কেবল রাসূলের আনুগত্য এবং তার নির্দেশাবলী প্রতিপালনের কঠোর নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا 'অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো (পূর্ণ) মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে তোমাকে ফায়ছালা দানকারী হিসাবে মেনে নিবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ না রাখবে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*। এ আয়াতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, রাসূলের নির্দেশাবলীর উপর আমল করা ঠিক অনুরূপ অপরিহার্য, যেরূপ কুরআনের উপর আমল করা

Contents

অপরিহার্য। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, কুরআন অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রে আমাদের নিকটে পৌঁছেছে। এদিক থেকে কুরআন চূড়ান্ত দলীল হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু হাদীছের মর্যাদা অনুরূপ নয়। কারণ অনেক কম সংখ্যক হাদীছ এমন আছে যা 'মুতাওয়াতির' বলে পরিগণিত। এ পার্থক্য কেবল সবল ও দুর্বল বর্ণনার প্রেক্ষিতে পরিদৃষ্ট হয়। অন্যথায় কোন হাদীছ যদি ছহীহ প্রমাণিত হয়, তবে তা অবশ্য পালনীয় হওয়ার ব্যাপারে উক্ত হাদীছ ও কুরআনের আয়াতের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। কেননা হাদীছ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى- إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى 'রাসূল কোন মনগড়া কথা বলেন না, যা বলেন তা অহী ব্যতীত নয়' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। আর একারণেই আল্লাহ বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল' *(নিসা ৪/৮০)*।

যে সকল ব্যক্তি হাদীছকে কেবল ঐতিহাসিক মর্যাদা প্রদান করে থাকেন, তাদের জন্য নিম্নে বর্ণিত আয়াতগুলি পুনঃ পুনঃ পাঠ করা উচিত। যেমন (ক) لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- 'রাসূলের আহ্বানকে তোমরা পরস্পরের প্রতি আহ্বানের ন্যায় গণ্য করো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন যারা তোমাদের মধ্য থেকে চুপিসারে চলে যায়। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে' *(নূর ২৪/৬৩)*।

(খ) وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 'আর আমরা তোমার নিকটে নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যেন তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহল ১৬/৪৪)*।

Contents

(গ) وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 'রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত হও' *(হাশর ৫৯/৭)*। শেষোক্ত আয়াতে أَتَاكُمْ وَنَهَاكُمْ দু'টি ক্রিয়ারই কর্তা হ'লেন 'রাসূল' এবং তাঁর প্রতি সম্বন্ধ مَجَازِىْ নয়, বরং حَقِيْقِىْ। যদি তা না হ'ত, তাহ'লে কর্তা হিসাবে রাসূল না বলে আল্লাহ বলা হ'ত। আর আল্লাহ্‌র হুকুম সর্বাবস্থায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখানে আল্লাহকে কর্তা করা হয়নি। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র রাসূল নিজের তরফ থেকে তোমাদের যা কিছু প্রদান করেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও।

হাদীছ ব্যতীত কুরআনের ব্যাখ্যা আদৌ সম্ভব নয় :

কুরআনের আয়াত সমূহের সঠিক অর্থ সুন্নাহ ব্যতিরেকে নির্ধারিত হ'তে পারে না। যেমন (১) কুরআন বলেছে, أَقِيمُوا الصَّلَاةَ এর অর্থ 'তোমরা ছালাত কায়েম কর' *(বাক্বারাহ ২/৪৩)*। যদি হাদীছ থেকে না নেয়া হয়, তাহ'লে উক্ত হুকুম প্রতিপালনে এক অদ্ভূত রকমের বিশৃংখলা দেখা দেবে। অনুরূপভাবে وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (এবং তোমরা রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর' *(ঐ)*-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য একেবারে অজানা থেকে যাবে। এমনিভাবে ছালাত, যাকাত, সূদ-জুয়া কোনকিছুরই সঠিক অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব হবে না এবং গোটা কুরআন পাঠের পরও ইবাদত ও লেনদেনের কোন পূর্ণ নকশা তৈরী হবে না।

(২) হযরত ইমরান বিন হুছায়েন (রাঃ) একবার কিছু লোকের সম্মুখে শাফা'আত সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, হে আবু জুনায়েদ! আপনি আমাদের নিকট এমনসব হাদীছ বলছেন, যার মূল আমরা কুরআনে পাই না। ইমরান (রাঃ) একথা শুনে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন এবং বলেন, তোমরা কি কুরআন পাঠ করোনি? তোমরা কি কুরআনের কোথাও ছালাত সমূহের রাক'আত সংখ্যার বিবরণ পেয়েছ? তোমরা কি শ্রবণ করোনি যে, কুরআন স্বয়ং ঘোষণা করেছে, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ 'রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর' *(হাশর ৫৯/৭)*।

Contents

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُــولُ আয়াতটি গণীমত বণ্টন সম্পর্কে নাযিল হ'লেও এটি ব্যাপক অর্থে এসেছে। অর্থাৎ গণীমত সহ সকল ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) তোমাদের যা নির্দেশ দেন, তা পালন কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হ'তে বিরত থাক।

وَمَا آتَاكُمُ অর্থ وما أَعْطَاكُم 'তিনি যা তোমাদের দেন'। কিন্তু এখানে অর্থ হবে ما أَمَرَكُم যা তোমাদের নির্দেশ দেন'। কেননা এর পরেই বলা হয়েছে وَمَا نَهَاكُمْ عَنْه 'যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন'। আর নিষেধ হল আদেশের বিপরীত। মাওয়ার্দী বলেন, এটি রাসূল (ছাঃ)-এর সকল আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিনি কল্যাণ ব্যতীত আদেশ করেন না এবং অকল্যাণ ব্যতীত নিষেধ করেন না' *(কুরতুবী)*।

হাদীছ ব্যতীত কুরআন অনুধাবন ও ইসলাম প্রতিপালন যে আদৌ সম্ভব নয় সে বিষয়ে ৩টি ঘটনা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।-

(১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ লা'নত করেছেন হাতে উল্কিকারীনী, উল্কি গ্রহণকারীনী, ললাটের চুল উৎপাটন কারিনী ও দন্ত ধারকারিনী নারীদের প্রতি, যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টিগত অবয়বকে পরিবর্তন করে। কথাটি বনু আসাদের উম্মে ইয়াকূব নাম্নী জনৈকা মহিলার কানে পৌঁছলে তিনি এসে বলেন, আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, আপনি এরূপ এরূপ বলেছেন? ইবনু মাসঊদ বললেন, আমি কেন তাকে লা'নত করব না, যাকে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) লা'নত করেছেন? আর সেটি আল্লাহ্‌র কিতাবে রয়েছে? তখন মহিলা বলেন, আমি কুরআন পুরাটা পড়েছি। কিন্তু কোথাও ওটি পাইনি যা আপনি বলেছেন। তখন তিনি বললেন, যদি আপনি মনোযোগ দিয়ে পড়তেন, তাহলে পেতেন। আপনি কি পড়েননি, ...آتَاكُمُ وَمَا। মহিলা বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) এটি নিষেধ করেছেন'। তখন মহিলাটি বললেন, আমার মনে হয়, আপনার স্ত্রী ঐরূপ করেন। ইবনু মাসঊদ বললেন, যান দেখে আসেন। মহিলাটি গিয়ে তেমন

Contents

কিছুই পেলেন না। তখন ইবনু মাসঊদ বললেন, সে এরূপ করলে তার সঙ্গে আমাদের মিলন হ'ত না,' *(বুখারী হা/৪৮৮৬; মুসলিম হা/২১২৫)*।

(২) আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) জৈনক মুহরিম ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তার দেহে অন্য পোষাক রয়েছে। তখন তিনি বললেন, তুমি এ পোষাক খুলে ফেল'। লোকটি বলল, আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কুরআনের কোন আয়াত শুনাতে পারবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি وَمَا آتَاكُمُ... আয়াতটি পড়লেন *(কুরতুবী)*।

(৩) একদা ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, তোমরা আমাকে যা খুশী প্রশ্ন কর। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও তোমাদের নবীর সুন্নাহ থেকে জবাব দেব। তখন একজন বলল, আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন। মুহরিম অবস্থায় ভীমরুল বা বোলতা মারার হুকুম কি? তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে وَمَـــا آتَاكُمُ... আয়াতটি পড়লেন। অতঃপর হুযায়ফা বর্ণিত হাদীছটি পাঠ করলেন, যেখানে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِى أَبِى بَكْرٍ وَعُمَـــرَ 'তোমরা আমার পরে আবুবকর ও ওমরের অনুসরণ কর' *(হাকেম হা/৪৪৫১; সনদ ছহীহ)*। অতঃপর বললেন, ওমর (রাঃ) বোলতা মারতে আদেশ করেছেন' *(কুরতুবী)*। এই জওয়াবের দ্বারা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে উত্তর পাওয়া গেল। এটি অত্যন্ত সুন্দর জওয়াব।

সুন্নাহ ও অভিধান :

ছাহাবায়ে কেরাম ভাষাবিদ ও অলংকার শাস্ত্রে দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন আয়াতের অর্থ উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর শরণাপন্ন হ'তেন। যেমন হজ্জ ফরযের আয়াত وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ 'আর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ করা ঐ ব্যক্তির উপর ফরয করা হ'ল, যার এখানে আসার সামর্থ্য রয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/৯৭)* নাযিল হ'লে ছাহাবী আক্বরা' বিন হাবেস (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা কি এ বছরের জন্য, না প্রতি বছরের জন্য? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন,

Contents

একজন মুমিনের জীবনে মাত্র একবার ফরয'।[৪২] (২) তায়াম্মুমের আয়াত فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا 'অতঃপর যদি পানি না পাও, তাহ'লে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর' *(মায়েদাহ ৫/৬)* নাযিল হ'লে ছাহাবায়ে কেরাম বুঝতে পারেন নি যে, এটা কেবল ওযূর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না ফরয গোসলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ফলে সফর অবস্থায় 'আম্মার বিন ইয়াসির ও ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) উভয়ের ফরয গোসলের হাজত হ'লে পানি না পেয়ে ওমর গোসল করতে না পারায় ছালাত আদায় করেন নি। কিন্তু 'আম্মার স্বীয় ইজতিহাদের ভিত্তিতে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে তায়াম্মুম করেন। ঘটনা জানতে পেরে রাসূল (ছাঃ) তায়াম্মুমের নিয়ম শিখিয়ে দিলেন এবং বললেন, তায়াম্মুম হ'ল ওযূর বিকল্প এবং ওযূ ও গোসল উভয় ক্ষেত্রে একই নিয়মে প্রযোজ্য।[৪৩] যদি রাসূল (ছাঃ) এখানে তায়াম্মুমের ব্যাখ্যা নির্ধারণ না করে দিতেন, তাহ'লে ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ভীষণ মতানৈক্যের সৃষ্টি হ'ত এবং উক্ত বিষয়াদির চূড়ান্ত কোন ফায়ছালা কখনোই সম্ভব হ'ত না।

কখনো কালামের অর্থ সম্বোধনকৃত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ নির্ধারণ করতে সক্ষম হন না। যেমন অসুস্থ বন্ধুকে কুশল জিজ্ঞেস করলে তিনি যদি উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, 'ভাল আছি' তবে তার অর্থ হয় 'ভাল নেই'। এমনিভাবে দৈনন্দিন জীবনে কোন কোন বাক্যের অর্থ ও উদ্দেশ্য যদি সম্বোধনকৃত ব্যক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা বুঝতে না পারি, তাহ'লে সুন্নাতের সাহায্য ছাড়া আমরা কিভাবে কুরআন অনুধাবনে সক্ষম হব?

ইবনু আবী হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদের একটি উক্তি নকল করেন। তিনি বলেন, এমন কোন বস্তু নেই যার উল্লেখ কুরআনে নেই। কিন্তু আমাদের অনুভূতি তা অনুধাবনে অক্ষম। সেকারণ তা ব্যাখ্যাদানের জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ 'আর আমরা তোমার নিকটে নাযিল করেছি কুরআন,

৪২. আবুদাঊদ হা/১৭২১; আহমাদ হা/২৩০৪; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আলে ইমরান ৯৭ আয়াত।
৪৩. বুখারী হা/৩৩৮; মুসলিম হা/৩৬৮; মিশকাত হা/৫২৮।

Contents

যাতে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে’ *(নাহল ১৬/৪৪)*। ইমাম শাফেঈ বলেন, ছহীহ সুন্নাহ কখনোই কুরআনের পরিপন্থী নয়। বরং তার পরিপূরক। কেননা কোন ব্যক্তিই রাসূলের ন্যায় কুরআন বুঝতে সক্ষম নয়’। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর একটি বৃহৎ গ্রন্থ রয়েছে যার নামই হ’ল مُوَافَقَةُ صَحِيْحِ الْمَنْقُوْلِ لِصَرِيْحِ الْمَعْقُوْلِ (‘বিশুদ্ধ হাদীছ সর্বদা বিশুদ্ধ জ্ঞানের অনুকূল হওয়া’)। যা বৈরূত ছাপায় (১৯৮৫) দুই খণ্ডে ৪৪৬+৪৮৭=৯৩৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মাকহূল বলেন,- الْقُرْآنُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْقُرْآنِ ‘সুন্নাহ্র জন্য কুরআনের প্রয়োজনীয়তার চাইতে কুরআনের জন্য সুন্নাহ্র প্রয়োজনীয়তা অধিক’। ইয়াহইয়া ইবনে কাছীর বলেন, السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ، وَلَيْسَ الْكِتَابُ بِقَاضٍ عَلَى السُّنَّةِ- ‘সুন্নাহ কুরআনের উপর ফায়ছালাকারী, কিন্তু কুরআন সুন্নাহ্র উপর ফায়ছালাকারী নয়’। ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ’লে তিনি বলেন, مَا أَجْسُرُ عَلَى هَذَا أَنْ أَقُولَهُ، وَلَكِنِّي أَقُولُ: إِنَّ السُّنَّةَ تُفَسِّرُ الْكِتَابَ وَتُبَيِّنُهُ- ‘আমি এটা বলতে দুঃসাহস করি না। তবে আমি বলব যে, সুন্নাহ কিতাবকে ব্যাখ্যা করে ও তার মর্মকে স্পষ্ট করে’ *(কুরতুবী)*। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, এর দ্বারা তাঁদের উদ্দেশ্য হ’ল, সুন্নাহ আল্লাহ্র কিতাবের জন্য ব্যাখ্যা স্বরূপ।

ইমাম আওযাঈ (মৃ. ১৫৭ হি.) জ্যেষ্ঠ তাবেঈ হাসসান বিন ‘আত্বিয়াহ (মৃ. ১২০ হি.) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন, كَانَ الْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَحْضُرُهُ جِبْرِيلُ بِالسُّنَّةِ الَّتِي تُفَسِّرُ ذَلِكَ- ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে (কুরআনের) অহি নাযিল হ’ত এবং তাঁর নিকটে জিব্রীল সুন্নাহ নিয়ে হাযির হ’তেন, যা সেটিকে ব্যাখ্যা করে দিত’ *(কুরতুবী)*।

এক্ষণে যারা সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে ইবাদতের সময় ও পদ্ধতি সমূহ কেবলমাত্র কুরআন থেকে নেওয়ার চেষ্টা করেন, তারা এক হাস্যকর তাবীলের আশ্রয় নিবেন।

Contents

উদাহরণ স্বরূপ : إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ 'জুম'আর দিন ছালাতের জন্য আযান দেওয়া হ'লে আল্লাহ্র যিকরের দিকে দ্রুত ধাবিত হও' *(জুম'আ ৬২/৯)*। সুন্নাহকে বাদ দিলে এ আয়াতের অর্থ নির্ধারণে সমস্যা দেখা দিবে। যেমন (১) এ নির্দেশ জুম'আর দিনের কোন্ ছালাতের জন্য? (২) যদি সেটা পৃথক ছালাত হয়, তবে তা কখন অনুষ্ঠিত হবে? মুনকিরে হাদীছ পণ্ডিত বলবেন, এক্ষেত্রে সুন্নাহ্র প্রয়োজন নেই। কেননা وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ এবং وَذَرُوا الْبَيْعَ আয়াতের এই দুই অংশ একথার প্রমাণ বহন করে যে, জুম'আর ছালাত যোহরের সময় অনুষ্ঠিত হবে। কেননা বেচা-কেনা এবং রিযিক অনুসন্ধান দুপুরের সময়েই হয়ে থাকে। অথচ এই ব্যাখ্যা কতই না দুর্বল। কেননা দুপুরের খরতাপে মূলতঃ বিশ্রামের সময়। আর বেচা-কেনা ও রিযিক অনুসন্ধান সকালে ও সন্ধ্যায় হয়ে থাকে। অতএব যদি এক্ষেত্রে সুন্নাহ আমাদেরকে নির্দেশনা না দিত, তাহ'লে আমরা বিভ্রান্তিতে পড়ে যেতাম।

এ কারণেই রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জে ঘোষণা করে গেছেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ– 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা তা মযবুতভাবে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ' *(মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৩৮)*। আর একারণেই ছাহাবায়ে কেরাম কোন মাসআলা সম্পর্কে রায় প্রদান করার পর রাসূলের কোন হাদীছ অবগত হ'লে সঙ্গে সঙ্গে নিজের রায় পরিত্যগ করতেন। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা জানার জন্য ইবনু আব্দিল বার্র-এর مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ, খাওলীর مِفْتَاحُ السُّنَّةِ, সুয়ূতীর مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ فِى الْاِحْتِجَاجِ بِالسُّنَّةِ এবং ফুল্লানীর إِيْقَاظُ هِمَمِ أُوْلِي الْأَبْصَارِ لِلْإِقْتِدَاءِ بِسَيِّدِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ প্রভৃতি কিতাব দ্রষ্টব্য।[88]

৪৪. এ ব্যাপারে জানার জন্য আমাদের ডক্টরেট থিসিস-এর 'মূলনীতি' অধ্যায়ের ১ম মূলনীতি (১৩৩-১৫০ পৃ.) পাঠ করুন।- লেখক।

Contents

অতএব যদি কেবলমাত্র কুরআনকেই শরী'আতের উৎস ধরা হয় এবং হাদীছ প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করা হয়, তাহ'লে ইসলামের পূর্ণতার যে ঘোষণা, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)* শুনানো হয়েছে, তা মূল্যহীন হয়ে যাবে।

(১) এ কারণেই ওমর (রাঃ) বলতেন, সত্ত্বর তোমাদের নিকট এমন লোকদের আবির্ভাব ঘটবে, যারা কুরআনের অস্পষ্ট আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা নিয়ে তোমাদের সাথে কলহে লিপ্ত হবে। তোমরা সুন্নাহ দ্বারা তার মুকাবিলা করবে। কেননা আহলুল হাদীছগণ আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত হয়ে থাকেন'।[৪৫]

(২) খারেজীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ইবনে আব্বাসকে পাঠানোর সময় হযরত আলী (রাঃ) তাঁকে উপদেশ দেন, যেন তিনি হাদীছ দিয়ে তাদের মুকাবিলা করেন। ইবনু আব্বাস বললেন, আমি তো সুন্নাহ্র তুলনায় কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখি। কেননা কুরআন তো আমাদের ঘরেই নাযিল হয়েছে। আলী বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু اَلْقُرْآنُ جَمَّالٌ ذُوْ وُجُوْهٍ 'কুরআনে (সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে) বিভিন্ন অর্থ গ্রহণের সুযোগ থাকতে পারে'। ফলে তাতে ফায়ছালা কিছুই হবে না। অতএব তুমি সুন্নাহ দ্বারা দলীল পেশ করবে। তাহ'লে তারা বাঁচার পথ পাবে না'। অতঃপর ইবনু আব্বাস (রাঃ) খারেজীদের সঙ্গে সুন্নাহ দ্বারা বিতর্কে অবতীর্ণ হন ও তারা লা-জওয়াব হয়ে যায়।[৪৬]

(৩) তাওয়াফরত অবস্থায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বছরার বিখ্যাত ফক্বীহ জাবের ইবনে যায়েদকে বলেন, সাবধান! কুরআন ও ছহীহ

---

৪৫. দারেমী হা/১১৯, আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ-এর কারণে যঈফ। কিন্তু বাকী সকল সনদ ছহীহ; তাহকীক : ফাওয়ায আহমদ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'আরাবী, ১ম সংস্করণ ১৪০৭হি./১৯৮৭ খৃ.)।

৪৬. সুয়ূত্বী, আদ-দুর্রুল মানছূর (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৯৩ খৃ.) ১/৪০।

Contents

হাদীছ ব্যতিরেকে অন্য কিছু দ্বারা ফৎওয়া দিবে না। যদি তুমি এ নীতি লংঘন কর, তাহ'লে নিজে ধ্বংস হবে এবং অন্যকেও ধ্বংস করবে'।[৪৭]

(৪) সাঈদ ইবনু জুবায়ের বলতেন, কোন কথা আমল ব্যতিরেকে এবং কোন কথা বা আমল নিয়ত ব্যতিরেকে কবুল হয় না। এমনিভাবে কোন কথা, আমল ও নিয়ত অতক্ষণ পর্যন্ত কবুল হয় না, যতক্ষণ না তা সুন্নাহ মোতাবেক হয়'।[৪৮]

হাদীছের শারঈ মর্যাদা ও তার উদ্দেশ্য :

এ সত্য ভুললে চলবে না যে, শারঈ ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীছের ওযন এক নয়। কেননা কুরআন قَطْعِيُّ الثُّبُوْتِ এবং হাদীছ ظَنِّيٌّ বলে পরিগণিত। এ কারণে যদি কোন হাদীছ কুরআন মাজীদের কোন চূড়ান্ত হুকুমের পরিপন্থী হয়, তবে তা গ্রহণ করা যাবে না। এক্ষণে সুন্নাহ শরী'আতের উৎস হওয়ার উদ্দেশ্য হ'ল-

(১) যদি কোন ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা এমন হুকুম পাওয়া যায় যে সম্পর্কে কুরআন নীরব রয়েছে কিংবা (২) তাতে উক্ত হুকুমের কেবল একটি দিক বর্ণিত হয়েছে অথবা (৩) উক্ত বর্ণনায় কোন অস্পষ্টতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সমন্বয়ে একটি বিস্তারিত হুকুম বের করতে হবে। নিম্নের উদাহরণ সমূহ দ্রষ্টব্য।-

উদাহরণ (১) কুরআনে কেবল ছালাতের হুকুম রয়েছে। কিন্তু তার পদ্ধতি বর্ণিত হয়নি। সুন্নাহ তা বর্ণনা করেছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বললেন, صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِى أُصَلِّىْ 'তোমরা ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ'...।[৪৯] (২) কুরআন কেবল বিবাহ হালাল ও যেনা হারাম বলেছে। কিন্তু বিবাহের পদ্ধতি বলেনি। সুন্নাহ তা বলে দিয়েছে। তাছাড়া স্ত্রীর ফুফু ও খালাকে বিবাহ করা হারাম করে দিয়েছে। (৩)

---

৪৭. দারেমী হা/১৬৪, সনদ হাসান।
৪৮. সুয়ূত্বী, মিফতাহুল জান্নাহ (মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় সংস্করণ ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খৃ.) ৬৪ পৃ.।
৪৯. বুখারী হা/৬৩১, ৬০০৮, ৭২৪৬; মিশকাত হা/৬৮৩, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-৬।

Contents

কুরআনে কেবল যাকাত ফরয করা হয়েছে। কিন্তু যাকাতের নিছাব, তা আদায়ের সময়কাল এবং কি কি মালের যাকাত দিতে হবে, সবকিছু সুন্নাহ বলে দিয়েছে। (৪) কুরআনে কেবল সূদ হারামের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সূদ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এবং উক্ত নিষিদ্ধ করণের ভিত্তিই বা কিসের উপর তা জানা যায়নি। হাদীছ এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছে- সমান ওযনে একই প্রকারের জিনিস নগদে বিক্রয় করা যাবে। অতিরিক্ত লেনদেন সূদ হবে'।[৫০] হাদীছে সূদ-এর ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। কিন্তু সূদ নিষিদ্ধ করণের উদ্দেশ্য ও অন্যান্য বিষয় বিস্তারিত জানা গেল না। সেকারণ ওমর ফারূক (রাঃ) বলেছিলেন, রাসূল (ছাঃ) চলে গেলেন। কিন্তু সূদের রহস্য আমাদের নিকটে পুরোপুরি উদ্ঘাটিত হয়নি'।[৫১] ফলে মুজতাহিদ বিদ্বানগণ স্ব স্ব ইজতিহাদের আলোকে সূদ হারাম হওয়ার কারণ নির্দিষ্ট করেছেন। এক্ষণে যদি এ হাদীছটি না পাওয়া যেত, তাহ'লে কিসের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করা হতো? অতএব সূদের বিষয়ে কুরআন মূল এবং হাদীছকে তার ব্যাখ্যা গণ্য করেই হুকুম বের করতে হবে।

(৫) কুরআনে একই সাথে দুই বোনকে বিবাহ নিষিদ্ধ করেছে *(নিসা ৪/২৩)*। কারণ তাতে দুই বোনের মধ্যকার রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়বে। যা আল্লাহ্র নিকটে অত্যন্ত অপসন্দনীয় কাজ। আয়াতের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ভাগিনেয়ী ও খালা এবং ভাইঝি ও ফুফুকে একত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ করলেন। কেননা সেক্ষেত্রেও রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া অপরিহার্য হবে।

(৬) কুরআনে হজ্জ ফরয করা হয়েছে। কিন্তু নিয়ম বলা হয়নি। তাই রাসূল (ছাঃ) বললেন, خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ 'হে জনগণ! তোমরা আমার নিকট থেকে হজ্জ ও কুরবানীর নিয়ম-কানূন শিখে নাও'..।[৫২]

উপরের উদাহরণগুলি থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, কুরআন ও হাদীছ উভয়ের সমন্বয়ে মাসআলা সমূহ বের করতে হবে। এমন নয় যে, সুন্নাহ্র পৃথক শারঈ মর্যাদা রয়েছে এবং কুরআন থেকে সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি সরিয়ে কেবল

---

৫০. মুসলিম হা/১৫৮৭; মিশকাত হা/২৮০৮।
৫১. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২৭৫ আয়াত।
৫২. আহমাদ হা/১৪৪৫৯, মুসলিম হা/১২৯৭ (৩১০); মিশকাত হা/২৬১৮।

সুন্নাহ দ্বারা হুকুম বের করা যেতে পারে। আবু ইসহাক শাত্বেবী (মৃ. ৭৯০ হি.) স্বীয় 'মুওয়াফিক্বাত' গ্রন্থে সুন্নাহকে আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে সমন্বয় সাধনের বিভিন্ন পন্থার উপর আলোকপাত করে বলেন, সুন্নাহতে যেসব আহকাম পাওয়া যায়, তা সবই কুরআনে বিদ্যমান। কিন্তু সে সম্পর্কে কেবল তারাই অবগত হ'তে পারেন, যারা কুরআন সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন এবং সে সম্পর্কে গবেষণা করেন'।[৫৩]

দিরায়াত বা বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের মূলনীতি :

হাদীছের যাচাই ও বর্ণনানীতি যেমন কুরআন হ'তে গৃহীত, তেমনি বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের মূলনীতিও কুরআন হ'তে গৃহীত। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে কিছু মুনাফিক মিথ্যা অপবাদ রটালে কিছু মুমিন তাতে সন্দিহান হয়ে পড়েন। এ সময় আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন, وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ 'আর যখন তোমরা এ অপবাদ শুনেছিলে তখন কেন তোমরা একথা বলোনি যে, এ বিষয়ে আমাদের কিছুই বলা উচিৎ নয়। আল্লাহ পবিত্র। নিশ্চয়ই এটি গুরুতর অপবাদ' *(নূর ২৪/১৬)*। অত্র আয়াতে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই ভিত্তিহীন সংবাদ শ্রবণের পর এর আলোচনা করাই তোমাদের জন্য উচিত হয়নি। কেননা তা একেবারেই অবিবেচিত হওয়ার দরুণ বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

কুরআন অনুধাবনের উপায় সমূহ

(১) আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করা।

আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 'আমরা অত্র কিতাব নাযিল করেছি আরবী কুরআন হিসাবে, যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পার' *(ইউসুফ ১২/২)*। কুরআন সাধারণভাবে সকলের বোধগম্য হিসাবে নাযিল হয়েছে। যাতে এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করা সহজ হয়। যেমন আল্লাহ

---

৫৩. আবু ইসহাক শাত্বেবী, আল-মুওয়াফিক্বাত ফী উছূলিশ শারী'আহ (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খৃ.) 'সুন্নাহ' অধ্যায় ৪/৩৮৯-৪৬০ পৃ.।

Contents

বলেন,- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ 'আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, উপদেশের জন্য। অতএব আছ কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী?' *(ক্বামার ৫৪/১৭)*। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, কুরআনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও গভীর তাৎপর্য সকলের জন্য সহজ বোধ্য। এজন্য আল্লাহ বলেছেন, فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 'অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহ্র নাফরমানী হ'তে) ভয় প্রদর্শন করে, যাতে তারা সাবধান হয়' *(তওবা ৯/১২২)*। এজন্য একদল মুমিনকে অবশ্যই কুরআনে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হয়। যাতে মানুষ কুরআন থেকেই যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াব পেতে পারে। কুরআন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ছাড়াই তরজমা ও তাফসীরে দুঃসাহস করা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً- 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয় প্রত্যেকটির বিষয়ে তোমরা (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে' *(ইসরা ১৭/৩৬)*।

(২) ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী অনুধাবন করা।

প্রথম শতাব্দী হিজরীতে রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন ফিৎনার উদ্ভব ঘটলে এবং নওমুসলিমদের আধিক্য ঘটলে আক্বীদাগত বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়। সে সময় একদল লোক তাক্বদীর নিয়ে কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা শুরু করে। এ সময় জনৈক ব্যক্তি খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (৯৯-১০১ হি.)-এর নিকট বিষয়টির সমাধান জানতে চান। তখন তিনি বলেন, তোমাদের পেশকৃত আয়াত সমূহ ছাহাবীগণও পড়েছেন। তাঁরা এর ব্যাখ্যা জানতেন, যা তোমরা জানো না। আর এর সঠিক ব্যাখ্যা বুঝেই তাঁরা তাক্বদীরে বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষ নিজেই নিজের ভাল-মন্দের মালিক নয়,

Contents

এটা জেনেও তাঁরা সৎকর্ম করতেন এবং অন্যায় কাজ থেকে ভীত হ'তেন।[৫৪]

(৩) আল্লাহভীরু ও হাদীছপন্থী উস্তাদের নিকট কুরআন শিক্ষা করা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তিনি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে মানুষকে পরিশুদ্ধ করেন *(আলে ইমরান ৩/১৬৪)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআনের একেকটি সূরা শিখাতেন' *(মুসলিম হা/৪০৩)*। একবার তিনি চারজন ছাহাবীর নাম করে বললেন, তোমরা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ, সালেম, মু'আয বিন জাবাল ও উবাই বিন কা'ব-এর নিকট থেকে কুরআন গ্রহণ কর' *(বুখারী হা/৪৯৯৯)*। সালেম ছিলেন ছাহাবী আবু হুযায়ফার গোলাম *(ঐ, ফাৎহুল বারী)*। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী বনু সুলায়েম গোত্রের রে'ল ও যাকওয়ান শাখার আমন্ত্রণে তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ শিখানোর জন্য রাসূল (ছাঃ) আনছারদের মধ্য হ'তে ৭০ জন শ্রেষ্ঠ ক্বারী ছাহাবীকে প্রেরণ করেন। যাদেরকে তারা বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে হত্যা করে *(মুসলিম হা/৬৭৭ (১৪৭)*। যা বি'রে মা'ঊনার মর্মান্তিক ঘটনা হিসাবে প্রসিদ্ধ। যাদের বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) ফজর ছালাতে মাসব্যাপী কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেন *(বুখারী হা/৪০৮৮)*।

ছাহাবী আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, তুমি কখনোই আলেম হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি ছাত্র হবে। আর তুমি কখনোই আলেম হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি ইলম অনুযায়ী আমল করবে' *(দারেমী হা/২৯৩, সনদ হাসান)*। জ্যেষ্ঠ তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হি.) বলেন, إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ 'নিশ্চয়ই কুরআন-হাদীছের ইলম হ'ল দ্বীন। অতএব তোমরা দেখ, কার নিকট থেকে দ্বীন গ্রহণ করছ' *(মুক্বাদ্দামা মুসলিম)*।

(৪) দুনিয়াদার আলেম ও মুফাসসির হ'তে বিরত থাকা।

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, তোমাদের পরে এমন একটা সময় আসছে, যখন মানুষের সম্পদ বেড়ে যাবে। সকলের সামনে কুরআন খোলা

৫৪. আবুদাঊদ হা/৪৬১২, সংক্ষেপায়িত; ছহীহ মাক্বতূ'।

থাকবে। মুমিন-মুনাফিক, পুরুষ-নারী, ছোট-বড়, গোলাম-মনিব সবাই কুরআন পড়বে। আশংকা হয়, সে সময় কেউ বলে উঠবে, কি ব্যাপার! আমি কুরআন পড়ি, অথচ কেউ তো আমাকে অনুসরণ করে না। তখন সে বলবে, লোকেরা আমার অনুসরণ করবে না, যতক্ষণ না আমি তাদের জন্য নতুন কিছু উদ্ভাবন করব। অতএব তোমরা ঐ ব্যক্তি থেকে এবং তার উদ্ভাবিত বিষয় থেকে দূরে থাক। আর আমি তোমাদেরকে জ্ঞানী ব্যক্তির পদস্খলন থেকে সাবধান করছি। কেননা শয়তান কখনো জ্ঞানী ব্যক্তির যবান দিয়ে ভ্রান্ত কথা বলিয়ে নেয়। আবার কখনো মুনাফিক ব্যক্তি সঠিক কথা বলে। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে মু'আয! আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন! আমরা সেটা কিভাবে বুঝব? তিনি বললেন, তোমরা জ্ঞানী ব্যক্তির অস্পষ্ট বক্তব্য সমূহ হ'তে দূরে থাক। তবে জ্ঞানী ব্যক্তির সামান্য পদস্খলন যেন তোমাকে তার থেকে একেবারে দূরে সরিয়ে না দেয়। হ'তে পারে তিনি ফিরে আসবেন ও হক জানতে পারলে তিনি তা গ্রহণ করবেন। কেননা হক-এর একটি বিশেষ জ্যোতি রয়েছে'।[৫৫]

(৫) শব্দের সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুযায়ী মর্মার্থ পেশ করা।

কুরআন কুরায়েশদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। যা অন্যান্য আরবী উপভাষা সমূহ থেকে অনেক স্থানে পৃথক ভাব প্রকাশ করে। অতএব একই আরবীর দু'টি অর্থ হ'লে সেখানে কুরায়শী পাঠ অগ্রাধিকার পাবে। অনুরূপভাবে শব্দগুলির রূপক অর্থ ব্যবহারের আগে তার প্রকৃত অর্থ জানা আবশ্যক। যার মাধ্যমে অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তথ্যাবলী বেরিয়ে আসতে পারে। যা বান্দার প্রভূত কল্যাণ সাধন করে। যেমন **(ক)** আল্লাহ বলেন, وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ– 'আর চন্দ্র। তার জন্য আমরা মনযিল সমূহ নির্ধারণ করেছি। অবশেষে তা পুরাতন খেজুর কাঁদির ডাটার রূপ ধারণ করে' *(ইয়াসীন ৩৬/৩৯)*। কারণ যখন এই ডাটা পুরাতন হয়, তখন তা সরু, বাঁকা ও ফ্যাকাসে হয়। এর মাধ্যমে চাঁদের শুরু, পূর্ণ ও শেষ তিনটি অবস্থা বুঝানো হয়েছে। যার মধ্যে পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং চন্দ্রের অবস্থান সমূহের গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী নিহিত রয়েছে। এর

---

৫৫. আবুদাঊদ হা/৪৬১১, ছহীহ মাওকূফ।

Contents

অর্থ যদি 'পুরাতন খেজুর শাখার আকার ধারণ করে'।[৫৬] বলা হয়, তবে সেটা ভুল হবে। কেননা তার ডাল-পালা থাকতে হবে। অথচ চন্দ্রের ডাল-পালা থাকে না। বড় কথা চন্দ্রের তিনটি বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে মানুষ বঞ্চিত হবে।

(খ) একইভাবে কুরআনে যে সমস্ত আয়াতে ইহূদী-নাছারাদের বিষয়ে আলোচনা এসেছে, সেখানে মর্ম উদ্ধারের জন্য তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا 'আর তারা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/১১৬)*। অন্যত্র এসেছে, وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ 'এবং নাছারারা বলে মসীহ ঈসা আল্লাহ্‌র পুত্র' *(তওবা ৯/৩০)*। অন্য স্থানে বলা হয়েছে, إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ 'যারা বলে যে, মসীহ ঈসা হ'ল আল্লাহ' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। আরেক স্থানে এসেছে, قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ 'যারা বলে আল্লাহ তিন উপাস্যের একজন' *(মায়েদাহ ৫/৭৩)*।

উপরোক্ত চারটি আয়াতের মর্ম এক নয়। বরং এর মধ্যে খ্রিষ্টানদের চারটি উপদলের চারটি ভ্রান্ত আক্বীদার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। প্রথম দলের বিশ্বাস ছিল, ঈসা আল্লাহ্‌র পুত্র। দ্বিতীয় দলের বিশ্বাস ছিল, ঈসা সরাসরি আল্লাহ্‌র পুত্র নন। তবে তিনি তাকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এই গ্রুপটি 'এডপশনিস্ট' (Adoptionist) বলে পরিচিত। তৃতীয় দলের বিশ্বাস ছিল, ঈসা নিজেই আল্লাহ। আর চতুর্থ দলের বিশ্বাস হ'ল, ঈসা তিন উপাস্যের একজন। অর্থাৎ আল্লাহ, মারিয়াম ও পাক রূহ মসীহ ঈসা। এদেরকে ত্রিত্ববাদী বলা হয়। বর্তমান খ্রিষ্টানদের অধিকাংশ এতেই বিশ্বাসী। আল্লাহ বলেন, فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ 'অতঃপর দলগুলি নিজেদের মধ্যে মতভেদ করল। অতএব অবিশ্বাসীদের জন্য দুর্ভোগ সেই ভয়ংকর দিবস (ক্বিয়ামত) আগমনের দিন' *(মারিয়াম ১৯/৩৭)*।

---

৫৬. ড. মুজীবুর রহমান, মুহিউদ্দীন খান ও ই.ফা.বা.।

Contents

উল্লেখ্য যে, খ্রিষ্টানদের চারটি দলের নাম হ'ল, ক্যাথলিক, অর্থোডক্স, প্রোটেস্ট্যান্ট ও রেস্টোরেশনিষ্ট। এছাড়াও রয়েছে 'এডপশনিস্ট' সহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু দল। বর্তমান পোপ ফ্রান্সিস ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের নেতা। যারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী।

(গ) সূরা বাক্বারাহ ১৯ আয়াতে أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ অর্থ করা হয়ে থাকে 'আকাশ হ'তে পানি বর্ষণের ন্যায়' (ড. মুজীবুর রহমান)। 'দুর্যোগ পূর্ণ ঝড়ো রাতে' (মুহিউদ্দীন খান)। 'আকাশের বর্ষণ মুখর ' (ইফাবা)। অথচ সঠিক অনুবাদ হওয়া উচিত, 'আকাশ জুড়ে মুষল ধারে বৃষ্টির ন্যায়'। কেননা صَيِّبٌ এখানে مبالغة বা আধিক্য অর্থে এবং السَّمَاءُ-এর আলিফ লাম إستغراق বা ব্যাপকতা বুঝানোর জন্য এসেছে। যার বাস্তবতা বুঝানো হয়েছে পরের শব্দগুলিতে فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ 'যাতে রয়েছে ঘনান্ধকার, বজ্র ও বিদ্যুতের চমক'।

একইভাবে সূরা তওবা ৭২ আয়াতে وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ অর্থ করা হয়ে থাকে 'আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হচ্ছে সবচেয়ে বড় (নিয়ামত)' - ড. মুজীবুর রহমান। 'বস্তুতঃ এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হ'ল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি' (মুহিউদ্দীন খান)। 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ' (ইফাবা)। অথচ এখানে সঠিক অনুবাদ হওয়া উচিৎ 'আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সামান্য সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড়'। কেননা رِضْوَانٌ শব্দটিতে تنوين (তানভীন) এসেছে تقليل বা স্বল্পতা বুঝানোর জন্য।

(ঘ) অন্যত্র বলা হয়েছে, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 'তারা তো পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকের কিছু কিছু বিষয় অবগত' *(রূম ৩০/৭)*। কিন্তু এর অনুবাদ যদি করা হয়, 'তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্বন্ধে অবগত'[৫৭] তাহ'লে ভুল হবে। কারণ ظَاهِرًا শব্দটির তানভীন এসেছে تقليل বা স্বল্পতা

৫৭. ড. মুজীবুর রহমান, মুহিউদ্দীন খান, ই.ফা.বা. ।

Contents

বুঝানোর জন্য। আর নিঃসন্দেহে মানুষ তার বাহ্যিক জীবনের অল্প কিছুই মাত্র জানে। তারা বহু কিছুর খবর রাখে না।

যেমন আমেরিকার ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সের চমকে দেওয়ার মত সাম্প্রতিক এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পৃথিবীর ৯৯.৯৯ শতাংশ প্রজাতি এখনো অনাবিষ্কৃত! পৃথিবীতে আরও এক হাযার কোটি প্রজাতির প্রাণী রয়েছে, যার কথা বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত জানেন না। এ পর্যন্ত যত জীবাণু আবিষ্কৃত হয়েছে, তার এক লাখ গুণ বেশী জীবাণু এখনো অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। আরও ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি) জীবাণু নিয়ে গবেষণা করতে হবে।[৫৮] তাই মহাবিশ্বের বিশালত্ব নিয়ে কল্পনা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সেকারণ ছালাতের শুরুতেই সূরা ফাতিহার মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে বলতে হয়, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ‘যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক’। অর্থাৎ পৃথিবী ছাড়াও যে কত জগৎ রয়েছে, তার হিসাব কেবল আল্লাহই জানেন। তাই আমাদের কৃতজ্ঞতা পূর্ণ সকল প্রশংসা কেবল তাঁরই জন্য। যিনি খাদ্য দিয়ে, পানি দিয়ে ও বায়ু দিয়ে এ পৃথিবীকে আমাদের জন্য বসবাস যোগ্য করেছেন। অতএব মানুষ তার বাহ্যিক জীবনের অতীব সামান্য কিছু জানে। সবকিছু জানার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং কুরআন অনুধাবনের সময় বা তাফসীর করার সময় উপরোক্ত বিষয়গুলি অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!!

****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

৫৮. আত-তাহরীক, ১৯/৯ সংখ্যা, জুন’১৬।

Contents

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বই ও প্রচারপত্র সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=) **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) ২০০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=) **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=) **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১২০/=) **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১০০/=) **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৪৫০/= **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩০০/=) **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=) **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=) **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=) **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=) **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=) **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=) **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (২৫/=) **২২.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ (১০/=) **২৩.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (১০/=) **২৪.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=) **২৫.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় (১০/=) **২৬.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=) **২৭.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=) **২৮.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২৯.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (২৫/=) **৩০.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=) **৩১.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=) **৩২.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **৩৩.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=) **৩৪.** বিদ'আত হ'তে সাবধান, অনুঃ (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=) **৩৫.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনুঃ (আরবী) -শায়খ আলবানী (১৫/=) **৩৬.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনুঃ (আরবী) -আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৭.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=) **৩৮.** 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়? (১৫/=) ৩৯. মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=) ৪০. মানবিক মূল্যবোধ (২৫/=)। ৪১. কুরআন অনুধাবন (২৫/=) ৪২. আরবী ক্বায়েদা (২য় ভাগ) (৪০/=) ৪৩. তাজবীদ শিক্ষা (৩৫/=) ৪৪. বায়'এ মুআজ্জাল (২০/=)

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৫ম প্রকাশ (১০/=) **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৫০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো'আ, ৩য় সংস্করণ (৩৫/=) **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=) **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=) **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনুঃ (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=) **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=) **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনুঃ (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=) **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনুঃ (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=) **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনুঃ -ঐ (২৫/=) **৪.** মুনাফিকী, অনুঃ - ঐ (২৫/=) **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনুঃ - ঐ (২০/=) **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনুঃ - ঐ (২৫/=) **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনুঃ - ঐ (২৫/=) **৮.** ইখলাছ, অনুঃ -ঐ (২৫/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=) **২.** শারঈ ইমারত, অনুঃ (উর্দূ) ২০/=।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=) **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনুঃ (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনুঃ (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান অনুঃ (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনুঃ (আরবী) - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=) **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনুঃ ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/=) **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/=) **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ১৫/= **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/= ৬. ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=